দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

(ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন পরিকল্পনা)

১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১৬ নং ওয়ার্ড

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নগর ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নঃ
১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

নগর ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তাঃ
মোহাম্মদ নাজমুল আলম, কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
মোছাঃ আফসানা আফরোজ, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর, (ওয়ার্ড ১৬, ১৭ ও ১৮), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, শিশু, নারী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

নগর ঝুঁকি নিরূপণে সহায়তাঃ
কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি)

বাস্তবায়ন সহযোগিতাঃ
সেভ দ্য চিলড্রেন

নগর ঝুঁকি নিরূপণে আর্থিক সহায়তাঃ
ইউরোপিয়ান সিভিল প্রটেকশন এ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অপারেশন্স (একো)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহায়তায় ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সূচিপত্র:

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র:	৫
অনুমোদনপত্র:	৬
অধ্যায়-১: নগর ঝুঁকি নিরূপণ	৭-২২
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাস	৭
বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ ও নগরের প্রধান প্রধান ঝুঁকি	৯
১৬ নং ওয়ার্ডের বিবরণ	১০-১২
নগর ঝুঁকি নিরূপণ কী	১৩
নগর ঝুঁকি নিরূপণের যৌক্তিকতা	১৩
নগর ঝুঁকি নিরূপণের সুফল	১৩
ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ	১৩
ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন	১৪
১৬ নং ওয়ার্ডের ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র	১৬
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপদের তালিকা	১৭
ঝুঁকির বিবরণ তৈরি	১৭-২০
প্রাপ্ত আপদসমূহ নিয়ে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা ও মতামত	২১
ঝুঁকির নেতিবাচক প্রভাব	২১
অধ্যায়-২: ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা	২৩-২৭
বার্ষিক নগর ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা	২৩-২৭
অধ্যায়-৩: আপদকালীন পরিকল্পনা	২৮-৩৮
পটভূমি	২৮
পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	২৮
জরুরি সাড়া প্রদান	২৯
জরুরি অপারেশন সেন্টার	২৯
জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনার নিয়মাবলী	২৯
আপদকালীন পরিকল্পনা	৩০
আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা	৩১
আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমুহ	৩২
ওয়ার্ডের নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা	৩২
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩৩-৩৪
উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	৩৫
ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৩৫

দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	৩৫
প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৩৫
ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	৩৫
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রধানের তালিকা	৩৬
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩৬
চিকিৎসাকেন্দ্রের তালিকা	৩৬
অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি	৩৭
ওয়ার্ডের সম্পদের তালিকা	৩৭
এলাকার বিশেষ অবস্থা/ তথ্য	৩৭
আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট	৩৮
অধ্যায়-৪: সংযুক্তিসমূহ	৩৯-৭৭
সংযুক্তি-১: সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র	৩৯-৪১
সংযুক্তি-২: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র	৪২-৪৩
সংযুক্তি-৩: ওয়ার্ড পরিচিতি	৪৪-৪৮
সংযুক্তি-৪: পরিভ্রমণের প্রতিবেদন	৪৯-৫৩
সংযুক্তি-৫: ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন	৫৪-৫৫
সংযুক্তি-৬: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন	৫৬-৬৩
সংযুক্তি-৭: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)-এর প্রতিবেদন	৬৪-৬৫
সংযুক্তি-৮: পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ	৬৬-৬৮
সংযুক্তি-৯: ওয়ার্ড পর্যায়ে বৈধকরণ কর্মশালার প্রতিবেদন	৬৯-৭০
সংযুক্তি-১০: ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭১-৭২
সংযুক্তি-১১: ১৬ নং ওয়ার্ডের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের তালিকা	৭৩-৭৫
সংযুক্তি-১২: ইউআরএ সহায়ক দলের সদস্যদের মতামত	৭৬
সংযুক্তি-১৩: ইউআরএ'র চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ	৭৭

প্রত্যয়নপত্র:

প্রত্যয়নপত্র:

১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নারায়ণগঞ্জের ১৬ নং ওয়ার্ডে নগর ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম ফেব্রুয়ারি ও মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য, গত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে অনুষ্ঠিত সেভ দ্য চিলড্রেন ও সিপিডি'র নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প পরিচিতি সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও সেভ দ্য চিলড্রেন এর স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর সম্মতিপত্রের আলোকে ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্তাপনা কমিটি'র উদ্যোগে ১৬ নং ওয়ার্ড এর ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমের নেতৃত্ব প্রদান করি এবং ঝুঁকি নিরূপণে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেন কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ও সেভ দ্য চিলড্রেন।

নারায়ণগঞ্জ নগরীকে একটি দুর্যোগ সহনশীল নগরী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের আপদ অনুযায়ী ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে উক্ত কর্মপরিকল্পনা সিটি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে ও ওয়ার্ডবাসীর সহযোগিতায় বাস্তাবায়নের উদ্দেশ্যেই ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গত ১০ জানুয়ারি, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩, ২২৮/৩ আলী আহম্মদ চুনকা সড়ক, কৃষ্ণচূড়া মোড় পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২৫ হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ৪ দিনব্যাপী ওয়ার্ড পর্যায়ে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ১৬ নং ওয়ার্ডকে ৪টি ক্লাষ্টারে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি ক্লাষ্টারে ৫ সদস্যের একটি সহায়ক দলকে দিনব্যাপী ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দায়িত্ব বন্টন করা হয়। প্রথম দুইদিন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহায়তায় ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, শিশু, নারী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একীভূতকরণ প্রশিক্ষণ ও পরবর্তী দুই দিন নগর ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি মোতাবেক পরিভ্রমণ, ফোকাস দল আলোচনা, ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র তৈরি, ঝুঁকি নিরূপণ, আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের উপায় এবং ঝুঁকির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

৫ জুলাই, ২০১৮ ইং তারিখে নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জে উপরোক্ত তথ্যের বৈধতাকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগণ তাদের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান ও একাত্মতা ঘোষণা করেন।

আশা করছি সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক সহায়তায় ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই ওয়ার্ডকে একটি দুর্যোগ সহনশীল ও আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই ঝুঁকি নিরূপণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ওয়ার্ডবাসী, কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের ধন্যবাদ বিশেষ করে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি), সেভ দ্য চিলড্রেন এবং ইউরোপিয়ান সিভিল প্রটেকশন এ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এইড (একো) কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শুভেচ্ছাসহ

নাম: মোঃ নাজমুল আলম
কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, না'গঞ্জ

অনুমোদনপত্র:

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা !

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ পৃথিবীর অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকান্ড, ভূমিধ্বস, কালবৈশাখী ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলেছে। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট অসংখ্য দুর্যোগ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা আমাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক বিভিন্ন দুর্যোগের ধারণা, বিশেষতঃ ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা সীমিত। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য খুবই ঝুঁকিপ্রবণ। বিশেষ করে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘনবসতি, দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো, বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ, অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী। জনসংখ্যাধিক্য, বিপদাপন্নতার বহুমাত্রিকতা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নারায়ণগঞ্জ সিটি বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপুর্ণ নগর হিসেবে চিহ্নিত।

এই প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি) কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি (সিবিডিপি) মডেল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করেছে। এই মডেলের ভিত্তিতে ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরী মুহূর্তে সাড়া প্রদানে উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ও সেভ দ্য চিলড্রেন এর কারিগরী সহযোগিতায় এবং ইউরোপিয়ান সিভিল প্রোটেকশন এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অপারেশন্স (একো) এর অর্থায়নে 'নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প' নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো সক্রিয়করনের মাধ্যমে নগরের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করা, যা আগামীতে নগরের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। দুর্যোগ ঝুঁকির বিবেচনায় যদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়, তবে নিরাপদ ও টেকসই নগরায়নের পাশাপাশি দুর্যোগ সহনশীল নগর তথা দেশ গড়া সম্ভব হবে। যারা এ প্রকল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারসহ যে সকল ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাদের মতামত দিয়ে এই কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

.....

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
নারায়ণগঞ্জ।

অধ্যায়-১: নগর ঝুঁকি নিরূপণ

১.১ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাস

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার চাষাঢ়া মোড়

বিলুপ্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা উপমহাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী পৌরসভা ছিল। ১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী থেকে বিকন লাল পান্ডে (যিনি বেনু ঠাকুর বা লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর পান্ডে নামে পরিচিত ছিলেন) কয়েকটি মৌজা লিজ গ্রহণ করেন। এ জায়গায় পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ নগর গড়ে উঠে। বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ২৭,৮৭৬ জন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৪.৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা গঠন করে। ৪ জন মনোনীত এবং ৮ জন নির্বাচিত কমিশনার নিয়ে এ পৌরসভার অভিযাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা একটি "মডেল পৌরসভা" হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ১৯৩১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা চিটাগাং ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোং এর সহায়তায় পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এর পূর্বে শহরের বাতিগুলো ছিল কেরোসিন নির্ভর। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা শত বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং রাজধানী "ঢাকার প্রবেশ দ্বার" হিসেবে পরিচিত । শীতলক্ষ্যা নদীর স্বচ্ছ পানি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বৃটিশ আমলে নারায়ণগঞ্জ একটি ব্যস্ততম বন্দর বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। এক সময় নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর থেকে স্টিমার সার্ভিস চালু ছিল এবং নারায়ণঞ্জ থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সকল ট্রেন ছেড়ে যেত। সড়ক, ট্রেন ও স্টিমার সার্ভিস সম্বলিত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নারায়ণগঞ্জ নগরকে পাট ব্যবসার জন্য বিখ্যাত করে তোলে। এ জন্য নারায়ণগঞ্জ বিশ্বময় "প্রাচ্যের ডান্ডি" (Dundee of the East) হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প সমৃদ্ধ এ বন্দর নগরী এখনো বাণিজ্যিক বন্দর নগরী হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

নগর ভবন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে এইচ টি উইলসন-কে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রথম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মালেহ। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভার নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে তিনি নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজই ছিল শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান। পাঁচ বছর পর ১৯৭৭ সালে তিনি পুনরায় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার

চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নারায়ণগঞ্জ শহরের উন্নয়নে তিনি যে আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিধায় প্রতিদানে নারায়ণগঞ্জবাসী তাঁকে দ্বিতীয়বার পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। পরবর্তীতে জনাব নাজিম উদ্দিন মাহমুদ চার বছর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর (১৯৮৮-২০০৩) নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিল না। উক্ত সময় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা প্রশাসক কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছিল।

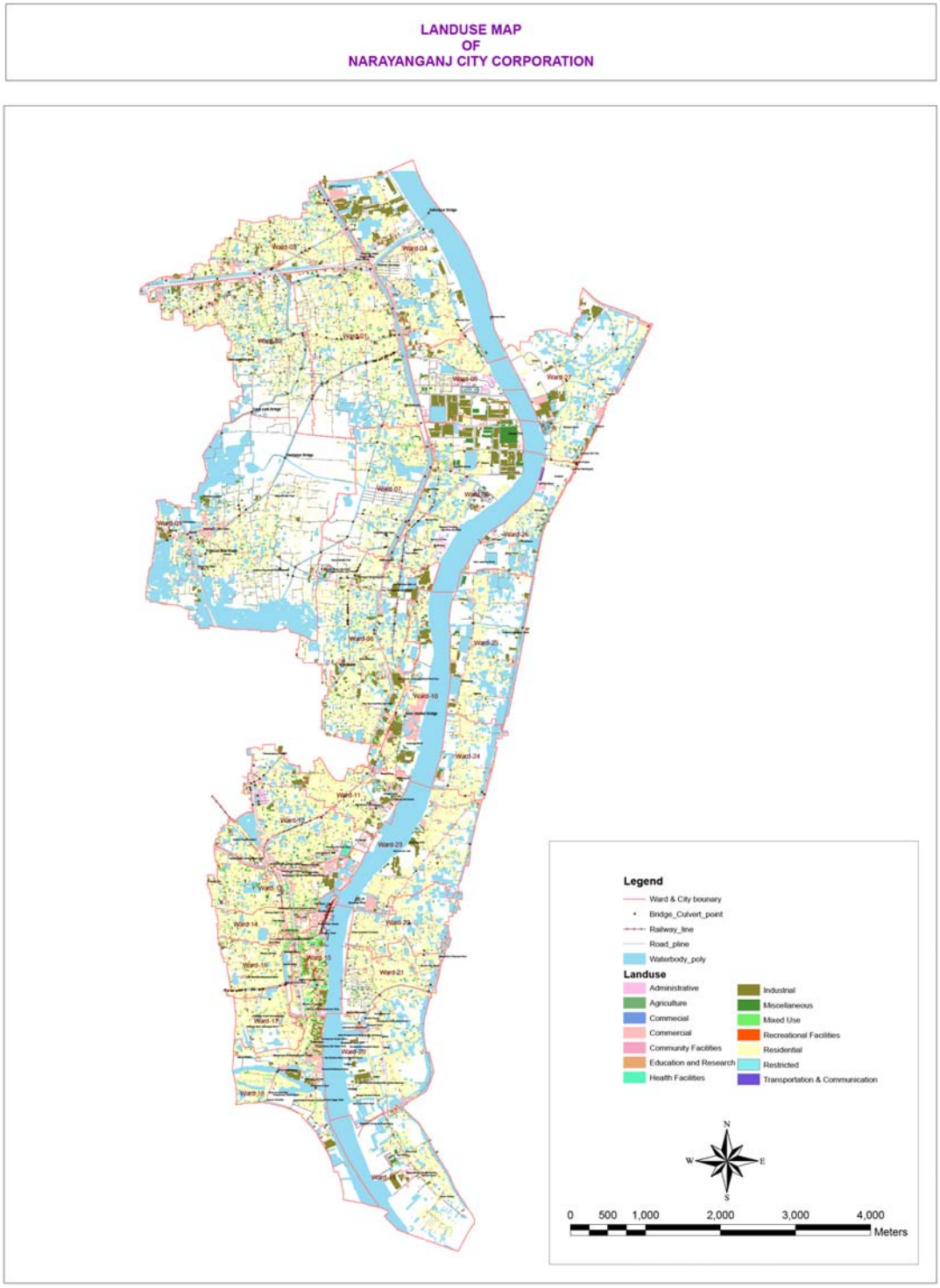

পরবর্তীতে ২০০৩ সালে পুনরায় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত আলী আহাম্মদ চুনকার সুযোগ্য কন্যা ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী ২০০৩ সালের পৌর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ২০১১ সাল পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

০৫ মে ২০১১ তারিখে এ তিনটি পৌরসভা যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল কে একীভুত করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা ২০১০ এর বিধি ৬-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রায় ৭২.৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি নির্বাচনে পুনরায় ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী মেয়র নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ২য় সিটি নির্বাচনে টানা ৩য় বারের মত মেয়র নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জনপ্রিয় মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

১.২ বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ ও নগরের প্রধান প্রধান ঝুঁকি

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকান্ড, ভূমিধ্বস, কালবৈশাখী ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলেছে। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট অসংখ্য দুর্যোগ মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা আমাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক বিভিন্ন দুর্যোগের ধারণা, বিশেষতঃ ভূমিকম্পের কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নেই। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ

ভূমিকম্পের জন্য খুবই ঝুঁকিপ্রবণ। বিশেষ করে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘনবসতি, দুর্বল অবকাঠামো, বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ, অনভিজ্ঞতা ও অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী। জনসংখ্যাধিক্য, বিপদাপন্নতার বহুমাত্রিকতা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নারায়ণগঞ্জ সিটি বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপুর্ণ নগর হিসেবে চিহ্নিত।

১.৩ ১৬ নং ওয়ার্ড বিবরণ:

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১৬ নং ওয়ার্ড ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ওয়ার্ড। কারণ, এ ওয়ার্ডেই নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের অধিকাংশ চেয়ারম্যান, মেয়র ও প্যানেল মেয়রগণের আবাসন। এ ওয়ার্ডের উত্তর দিকে ১৪ নং ওয়ার্ড, দক্ষিণে ১৭ ও পূর্বে ১৫ নং ওয়ার্ড অবস্থিত।

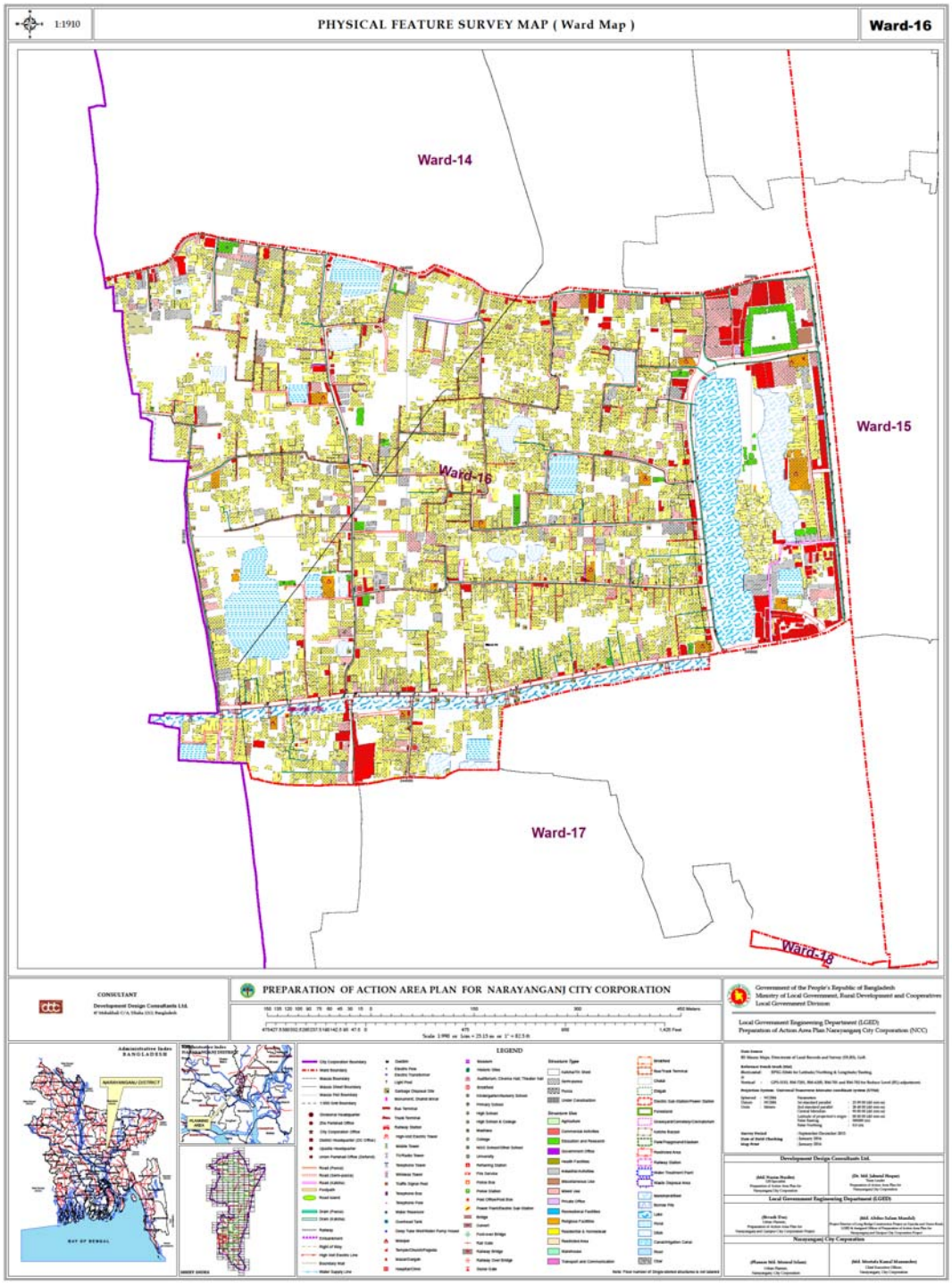

এলাকা ঃ ১ নং বাবুরাইল, ২ নং বাবুরাইল, দেওভোগ পাক্কারোড, এল এন রোড, শের-এ বাংলা রোড ও পুরাতন জিমখানা।

আয়তন ঃ ১.৪৯ বর্গ কিলোমিটার।

প্রকৃতি ঃ এটি ঐতিহ্যবাহী আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা। এই ওয়ার্ডের একাংশে বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন সংযোগ খাল ও ওযার্কওয়ে নির্মাণাধীন। তবে এখনও এই ওয়ার্ডে পরিচ্ছন্ন পার্ক, বাগান বা কোন প্রকার বনায়ন নেই। বেশ কিছু বাড়ির পাশ্বে ও ছাদে টবে কিছু ফুল ও ফল গাছসহ ঔষধি গাছ দেখা যায়, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া এই ওয়ার্ডে হোসিয়ারিসহ জামা-কাপড়ের পাইকারি মার্কেট এর অবস্থানের কারণে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫ থেকে ৭ হাজার ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি ও জনসাধারণের চলাফেরা।

জনসংখ্যা ঃ আদমশুমারী ২০১১ মোতাবেক এই ওয়ার্ডে মোট জনসংখ্যা ৪৩১৫০ জন, পুরুষ ২৩০৫০ জন এবং নারী ২০১০০ জন। পরিবারের সংখ্যা ৯২০০ টি, শিশু- ১১০৪৫ জন।

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ১৬ নং ওয়ার্ডে যোগযোগের ক্ষেত্রে রাস্তা-গলি থাকলেও অধিকাংশই সরু ও চলাচলের অনুপোযোগী। ঋষিপাড়া ও বৌ-বাজার এলাকার লেকপাড়াপাড়ে ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ-কালভার্ট ও ময়লার স্তুপ নগরজীবনে দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। বেশীরভাগ রাস্তাই পাঁকা শুধুমাত্র বস্তি ও আবাসিক এলাকায় কাঁচা ও আধাকাঁচা গলি রয়েছে। এই ওয়ার্ডে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৮.৮০ কিলোমিটার (কি:মি:) এবং ছোট বড় অসংখ্য গলি রয়েছে। এখানে ৩/৪ টি বহুতল ভবন ও ৫০-৬০ টি ৫ ও ৬ তলা ভবন রয়েছে, বেশীর ভাগ বাড়ি-ঘরই পাকা দালান, কিছু আধা পাকা এবং স্বল্প আয়ের জনগোষ্টীর আবাসিক এলাকায় বাঁশ ও টিনের ঘর রয়েছে।

শিক্ষা ঃ নারায়ণগঞ্জ ১৬ নং ওয়ার্ডের শিক্ষার হার প্রায় ৮৫%। এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার ৪২% এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৫৮%। ১৬ নং ওয়ার্ডে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ২টি, কিন্ডার গার্ডেন ৪টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২ টি, মক্তব ১০টি এবং কলেজ ১টি।

স্বাস্থ্যসেবা ঃ ১৬ নং ওয়ার্ডে বর্তমানে প্রায় ৪৩১৫০ জন মানুষের বসবাস। জনসংখ্যা বিবেচনায় এই ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ১টি নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও ক্লিনিক এর মাধ্যমে এত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত অনেকাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সার্বজনীন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঃ অত্র ওয়ার্ডে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি হলেও অন্যান্য ধর্মের জনগোষ্ঠী সাম্যের সাথে বসবাস করে আসছে। সার্বজনীন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো- মসজিদ ১৫টি, মাদ্রাসা ৩টি, মাজার ১টি, মন্দির ১টি, জলাশয় ৭টি, ঈদগাহ মাঠ ২টি, কবরস্থান (পারিবারিক) ১টি, ক্লাব ৭টি, বাজার ২টি, ব্যাংক ১টি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস ১টি, কাজী অফিস ১টি, শহীদ মিনার ৪টি, কর্মরত এনজিওর সংখ্যা প্রায় ১০টি তার মধ্যে ইউএনডিপি, জাইক্যা, সেভ দ্য চিলড্রেন, ব্র্যাক, সিপিডি, সিপ, পিএসটিসি, মেরীস্টোপ, সেকায়েফ উল্লেখযোগ্য।

পেশা ঃ এই ওয়ার্ডের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এছাড়া রয়েছে শিক্ষক, ব্যবসায়ী, গামেন্টস ও হুসিয়ারী কর্মী, হস্তশিল্প কর্মী, এমব্রোয়ডারী কর্মী, রিক্সাচালক, গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিনমজুর, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, কুটির শিল্প, কাপড়ের ব্যবসায়, ব্যাগ সেলাই, ফেরী করা, জুট ব্যবসায়, জামাতে পুতি বসানো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই এলাকার সম্ভাবনাময় পেশার মধ্যে হুশিয়ারি, গার্মেন্টস ও কুটির শিল্প উল্লেখযোগ্য।

কৃষি ও খাদ্য ঃ এই ওয়ার্ডে খাদ্যশস্য উৎপাদনের কোন জমি ও সুযোগ নেই। পুরোটাই বাহিরের উপর নির্ভরশীল।

বনায়ন ঃ অত্র ওয়ার্ডে উল্লেখযোগ্য বনায়ন নেই। বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় এখানে জনবসতি বেশী। বাড়ির আঙ্গিনায়ও তেমন কোন গাছপালা নেই। তবে কিছু কিছু বাসার ছাদে গাছপালা রয়েছে ।

বনজ বৃক্ষ ঃ এই ওয়ার্ডে কোন নার্সারি নেই। ঘনবসতি হওয়ার কারণে বাড়ির আঙ্গিনায় ও তেমন কোন বৃক্ষ লাগানো যায় না। তারপরও কিছু কিছু গাছ দেখা যায় যেমন আম, কাঠাল, লিচু, মেহগনি, কড়ই, প্রভৃতি সকল প্রকার গাছ দেখা যায়।

ঔষধী বৃক্ষ ঃ নিম, তুলসী, দূর্বাঘাস, তেঁতুল, লেবু, বটবৃক্ষ, মেহেদী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি গাছ রয়েছে।

জলজ উদ্ভিদ ঃ জলাশয়ে কচুরীপানা, শেওলা ইত্যাদি দেখা যায়।

বন্য প্রাণী ঃ এই ওয়ার্ডে তেমন কোন বন্য প্রাণী নেই তবে মাঝে মধ্যে বানর, কাঠ বিড়ালী, বেজি, সাপ, ইঁদুর, ইত্যাদি দেখা যায়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাড়িঘর তৈরির জন্য বন সংকোচন হওয়া ও মানুষের বিরূপ আচরণ এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বন্যপ্রাণি দিন দিন কমে যাচ্ছে।

স্থানীয় ও পরিযায়ি পাখি ঃ অত্র এলাকায় কয়েকটি পরিবারে কবুতর পালন করছে। এগুলো বাণিজ্যিকভাবেও ব্যবহার হয়। স্থানীয় পাখির মধ্যে শালিক, দোয়েল, ঘুঘু, বক, কাক, বুলবুলি, চড়ুই, কবুতর, চিল, কোকিল, বাবুই, টুনটুনি ইত্যাদি দেখা যায়।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঃ এই ওর্য়াডের পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বেশিরভাগ মানুষই ওয়াসার পানি ব্যবহার করে। এ ওয়ার্ডে গভীর টিউবওয়েল (পাম্প) ৪০টি, ওভারহেড ১টি, কাঁচা পায়খানা ৩টি, আধা পাকা পায়খানা ১৩৮৭ টি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রায় ১১২০০ টি।

পশু পালন ঃ অত্র ওয়ার্ডে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রয়লার মুরগীর খামার আছে। যা এলাকার বাণিজ্যিক চাহিদা পুরণ করে। এছাড়াও কিছু বাসাবাড়িতে কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মুরগী পালন করা হয়।

তথ্যসুত্রঃ এফজিডি, কেআইআই ও পরিসংখ্যান অফিস।

নগর ভবনের প্রধান ফটক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

১.৪ নগর ঝুঁকি নিরূপণ কী

নগর ঝুঁকি নিরূপণ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে নগরের সম্ভাব্য আপদসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে। একই সাথে জনগোষ্ঠীর বর্তমান সমস্যাগুলোরও মূল্যায়ন করা যেতে পারে, যা দ্বারা তাদের জীবন, সম্পদ, প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো, পরিবেশ ইত্যাদি হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। অপরদিকে, নগর ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী যে ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করছে, তার মাত্রা নিরূপণ করা যায়। আবার, প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ-পরবর্তীতে সাড়াদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যও কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ করা প্রয়োজন।

১.৫ নগর ঝুঁকি নিরূপণের যৌক্তিকতা

নগর ঝুঁকি নিরূপণের প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- ক্রমবর্ধমান হারে নগরের জনসংখ্যা বাড়ছে। দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে, অপরিকল্পিত। নগরায়ন হচ্ছে। বহু অবকাছামো গড়ে ওঠছে। এতে ঝুঁকি মাত্রা বাড়ছে। আমাদের দেশের নগরসমূহের দুর্যোগ ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে।
- নগরের কাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরি, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনাকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের সহায়ক হিসেবে গড়ে ওঠে নি।
- নগরের জনগোষ্ঠী অধিকতর ব্যস্ত জীবন-যাপন করে; ফলে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা কঠিন।
- বড় বড় নগরের বেশিরভাগ মানুষ খুব ছোট শহর বা গ্রাম এলাকা থেকে আসে। তারা জানে না বড় নগরে কী ধরনের ঝুঁকি বিদ্যমান এবং কীভাবে তার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয় বা কীভাবে ঝুঁকি নিরসন করতে হয়।
- অপরদিকে, নগর এলাকার গড়ে ২৫-৩০% মানুষ বস্তিতে বসবাস করে; ফলে নগরের ভূমিকম্প, ভবন ধস, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পাহাড় ধ্বস ও অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

বাংলাদেশের নগরগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাকা বাড়ি এমনকি বহুতল বিশিষ্ট বাড়িও 'বিল্ডিং কোড' না মেনে তৈরি করা হয়। আবার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোও বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি 'বিল্ডিং কোড' না মেনে তৈরি করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইনের অভাবে ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরি, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনাকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে পারেন না। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ যথাযথ উপায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

১.৬ নগর ঝুঁকি নিরূপণের সুফল

- ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- নগর ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে নগর কর্তৃপক্ষ ও নগরবাসী উভয়েই নিজ-নিজ ওয়ার্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে পারেন।
- এর মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসনের জন্য কোথায়, কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা জানা সম্ভব।
- নগর ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে নগর কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও নগরবাসী সকলেই দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারে।
- ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো।

১.৭ ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ

এলাকা বাছাই

- সিটি কর্পোরেশন/ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে এ বিষয়ে ঐকমত্য
- ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালনার বিষয়ে ঐকমত্য।
- ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালনার লক্ষ্যে সহায়ক দল গঠন করতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে

- নগরের আবাসিক স্থাপনা, লাইফ লাইন সার্ভিস, অতীতে সংঘটিত দুর্যোগের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-উপাত্তও সংগ্রহ করতে হবে।

ঝুঁকি নিরূপণ কিভাবে করা হয়েছে (পদ্ধতি)

- পরিভ্রমণ (ট্রানজেক্ট ওয়াক)ঃ দলবেধে প্রতিটি এলাকায় পরিদর্শন ও ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়
- আপদ মানচিত্র প্রণয়ন এবং এর ব্যাখ্যা তৈরি
- জনগণকে সংগঠিতকরণ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
- পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের বিপদাপন্নতা নিরূপণ ও চিত্রায়ন
- ঝুঁকির বিবরণ তৈরি
- ঝুঁকি নিরসনের সর্বোত্তম অপশন চিহ্নিতকরণ
- ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রম পরিকল্পনা (রিস্ক রিডাকশন অ্যাকশন প্লান) প্রস্তুত
- বিশেষজ্ঞ গ্রুপ কর্তৃক ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রম পরিকল্পনা পুনঃযাচাই
- প্রতিবেদন প্রস্তুত

১.৮ ঝুকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনা। এই ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ এমনভাবে চিহ্নিত হয়েছে, যাতে স্থানীয় ও জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তা অবদান রাখতে পারে। নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিরা এই কাজে অংশগ্রহণ করেছেন:

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং সদস্য সচিব
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য (ওয়ার্ডে স্থায়ী বসবাসকারী পুরুষ ও নারী)
- ধর্মীয় নেতা/ তাঁর প্রতিনিধি
- নারী নেত্রী
- বস্তিবাসীদের প্রতিনিধি
- শিক্ষক প্রতিনিধি
- শিশু প্রতিনিধি
- যুব প্রতিনিধি/ স্বেচ্ছাসেবক
- ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি, যিনি ওয়ার্ডে ব্যবসা করছেন
- বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, যেমন: নগর পরিকল্পনাবিদ, জিআইএস বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সরকারি সেবা দপ্তরের প্রতিনিধি
- ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে মোট ২০ জন যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ২ দিন ধরে এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।
- চূড়ান্তভাবে বৈধকরণ কর্মশালায় ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠি অংশগ্রহণ করেছেন।

১নং বাবুরাইল এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ ব্রীজ ও ময়লা আবর্জনার স্তুপ

ঋষিপাড়ায় ঘরের দরজার সামনে ড্রেন

এলোমেলো বিদ্যুতের তার

ঋষিপাড়া এলাকার ময়লা আবর্জনার স্তুপ

১.৯ ১৬ নং ওয়ার্ডের ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র অঙ্কন। ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৬ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ শেষে ট্রেনিং ভেন্যুতে এসে 'এ' গ্রুপের সদস্যদের নেতৃত্বে {আবু সায়েম, মণিকা, ফারুক মহসিন, মোঃ ইসহাক হোসেন (বাপ্পী)} এবং বাকী ৩টি দলের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র অঙ্কন করা হয়। এ মানচিত্রে মূলতঃ অত্র ওয়ার্ডের সম্পদ, সমস্যা এবং আপদসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে ঝুঁকিহ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে।

১.১০ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপদের তালিকা

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আপদের অগ্রাধিকারকরণ। ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৬ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ শেষে ৪ টি নির্দিষ্ট দল, যথা- শিশু, বিশেষ কমিউনিটি, নারী ও মিশ্র দল এবং ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) করা হয়। প্রতিটি দলে আবার বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি ও তাদের মতামত প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪টি এফজিডি এবং ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রথমে আপদের তালিকা তৈরি করা হয়। অত্র ওয়ার্ডের আপদগুলো হল- জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত। এখানে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী, বিশেষ কমিউনিটি, নারী ও মিশ্র দলের সাথে ভোটিং পদ্ধতি এবং শিশু দলের সাথে ভ্যান ডায়াগ্রাম পদ্ধতিতে আপদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়। উক্ত আপদের অগ্রাধিকারের ফলাফল যোগ করে চূড়ান্ত আপদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়। আপদের অগ্রাধিকারকরণে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা সংযুক্তি-৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

ক্রমিক	বর্তমান		ভবিষ্যৎ	
	আপদের নাম	অগ্রাধিকার	আপদের নাম	অগ্রাধিকার
১.	অগ্নিকান্ড	জলাবদ্ধতা	অগ্নিকান্ড	ভূমিকম্প
২.	জলাবদ্ধতা	অগ্নিকান্ড	জলাবদ্ধতা	অগ্নিকান্ড
৩.	ভূমিকম্প	ভূমিকম্প	ভূমিকম্প	জলাবদ্ধতা
৪.	ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত	ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত	ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত	ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত

১.১১ ঝুঁকির বিবরণ তৈরি

ঝুঁকির বিবরণ তৈরি নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৬ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ শেষে ৪ টি নির্দিষ্ট দল, যথা- শিশু, বিশেষ কমিউনিটি, নারী ও মিশ্র দলে সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) করা হয়। প্রতিটি দলে আবার বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি ও তাদের মতামত প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদসমূহের ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ ও ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করে ঝুঁকির বিবরণ তৈরি করা হয়। উক্ত আপদের অগ্রাধিকারের ফলাফল যোগ করে চূড়ান্ত আপদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়। ঝুঁকির বিবরণ তৈরিতে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা সংযুক্তি-৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

আপদ	ঝুঁকির নাম	ঝুঁকির কারণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়
জলাবদ্ধতা	▪ ঘর-বাড়ি ডুবে যাওয়া ও মানুষের সম্পদ নষ্ট হওয়া ▪ মানুষের চলাচলে অসুবিধা হয় ▪ শিশুদের স্কুলে যাতায়াত সমস্যা ▪ মশা, মাছি ও বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের উপদ্রব ও রোগজীবাণু বৃদ্ধি ▪ রোগবালাই বৃদ্ধি (পানিবাহিত, চর্ম, প্রভৃতি রোগ হয়) ▪ ড্রেনের স্লাব নষ্ট হয় ▪ দূর্ঘটনা বৃদ্ধি পায় ▪ নীচ তলার ব্যবসা বন্ধ হওয়া ▪ কাজের সুযোগ কমে যাওয়া ▪ শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের চলাফেরার সমস্যা হয়	▪ ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা ▪ ড্রেন ও রাস্তা নীচু হওয়া ▪ অতিবৃষ্টি ▪ নদী, পুকুর, খাল ইত্যাদি ভরাট করা ▪ ড্রেনের স্লাব না থাকায় ময়লা আবর্জনা ফেলার ফলে ড্রেন জ্যাম হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে ▪ নিয়মিত ড্রেন পরিস্কার না করা ▪ অনেক স্থানে ড্রেন সরু ও গভীর না থাকা ▪ পানি নিষ্কাষণের পর্যাপ্ত	▪ ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ▪ নদী, খাল বিল খনন করা, চাহিদা মোতাবেক ড্রেন ও বাঁধ নির্মাণ করা। ▪ ড্রেনের উপর স্লাবের ব্যবস্থা করা ▪ নিয়মিত ড্রেন, খাল ও জলাশয় পরিস্কার করা ▪ ড্রেন প্রশস্ত ও গভীর করা ▪ ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা ▪ নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা ফেলা

আপদ	ঝুঁকির নাম	ঝুঁকির কারণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়
	▪ রাস্তার স্থায়ীত্ব নষ্ট হয়।	ব্যবস্থা না থাকা ▪ নিষ্কাষণ নালা বা ড্রেন নিয়মিত পরিস্কার না করা/ মেরামত না করা	
অগ্নিকান্ড	▪ পরিবারের নারী, পুরুষ, শিশু আহত হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া এবং এ থেকে মারাও যাওয়া ▪ ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও অন্যন্য পারিবারিক সম্পদ পুড়ে যাওয়া ▪ বয়স্ক, প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি ▪ আর্থিক ক্ষতি ▪ শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত/ বন্ধ হওয়া ▪ বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, গ্যাসসহ অন্যান্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন ▪ পঙ্গুত্ব/প্রতিবন্ধিতা হওয়া ▪ পশুপাখি ও গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি ▪ পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় ▪ পরিবেশ দূষণ ▪ আগুনে পুড়ে আহত হয়ে দীর্ঘকাল চিকিৎসা নেয়া ▪ বাস্তুচ্যুত হওয়া (বস্তি এলাকায়) ▪ পানি ও পায়খানা নষ্ট হওয়া ▪ ব্যবসায়ীর সম্পদ পুড়ে আয়ের পথ বন্ধ হওয়া	▪ ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ ▪ অসতর্কভাবে চুলা জ্বালানো ▪ গ্যাসের চুলা নিভিয়ে না রাখা ও মেরামত না করা ▪ যত্রতত্র চুলা, চুলার উপর কাঠ, খড়ি অসাবধানতা বশতঃ রাখা ▪ বাচ্চারা আগুন নিয়ে খেলা করে ▪ গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ ▪ রান্নার অব্যবস্থাপনা ▪ সিগারেটের আগুন ▪ যেখানে সেখানে মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখা ▪ আবাসিক এলাকায় (অপরিকল্পিত) ক্যামিকেল গোডাউন	▪ অগ্নিকান্ডে করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ▪ ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ ও ওয়েরিং মেরামত করা ▪ সতর্কতার সাথে চুলা জ্বালানো ▪ রান্নার পর গ্যাসের চুলা নিভিয়ে রাখা ও মেরামত করা ▪ ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইন মেরামত করা ▪ এলাকার সরু রাস্তা প্রশস্ত করা যাতে করে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে পারে ▪ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ▪ ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন ▪ বাসাবাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও ভবনে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র, বালতি ভরে পানি ও বালি রাখা
ভূমিকম্প	▪ ভূমি ও ভবন ধ্বস ▪ বাস্তুচ্যুত হওয়া এবং অস্থায়ী স্থানে বসবাস ▪ অগ্নিকান্ড ▪ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন ▪ প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি ▪ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও অন্যান্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও সেবা বন্ধ ▪ আবাসন সমস্যা ▪ খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরবরাহ কমে যাওয়া/ মার্কেট বন্ধ হওয়া ▪ চিকিৎসা সংকট দেখা দেয় ▪ রাস্তা ও ভবনে ফাটল ▪ আয়ের পথ বন্ধ হওয়া	▪ অতি পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ব্যবহার এবং ভেঙ্গে না ফেলা ▪ ভূমিকম্পের পূর্বে ও সময়ে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ▪ পূর্ব প্রস্তুতির অভাব ▪ অপরিকল্পিত নগরায়ন ও বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ ▪ ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ থাকা ▪ আবাসিক এলাকায় (অপরিকল্পিত) ক্যামিকেল গোডাউন	▪ পরিকল্পিত উপায়ে বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ ▪ শহরের ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করা (Land Zoneup) এবং তা বাস্তবায়ন করা ▪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ▪ ভূমিকম্পের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া ▪ কমিউনিটি, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন ▪ উন্মুক্ত/খোলা জায়গা নির্ধারণ ▪ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ও মহড়ার আয়োজন ▪ বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান

আপদ	ঝুঁকির নাম	ঝুঁকির কারণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়
	▪ এলাকা ছেড়ে যাওয়া ▪ পানি ও পয়ঃনিস্কাষণ নষ্ট হওয়া/বন্ধ হওয়া ▪ যোগাযোগ (Transport, telecommunication, internet, e-mail) বন্ধ হওয়া ▪ Banking servive বন্ধ হওয়া ▪ মানসিক সমস্যা	▪ পুরাতন টান্সমিটার ও ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন ▪ নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার ▪ উদ্ধার সরঞ্জাম না থাকা ▪ ভূমিকম্পের পূর্ব সংকেত না থাকা	ও উদ্ধারকারী দলের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা ▪ ঝুকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা ও পূনঃনির্মাণ ▪ মাসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা ▪ বৈদ্যুতিক, টেলিফোন, ইন্টারনেট ও কেবলসহ সকল লাইন ও পিলার যথাস্থানে স্থাপন এবং বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি রাখা ▪ জরুরী সেবার জন্য Lifeline (health, electricity, telecommunication, banking service, water & sanitation, gas and market) সচল রাখার বিকল্প ব্যবস্থা রাখা ▪ প্রতিষ্ঠান, বাড়িসহ প্রত্যেকটি ভবনে উদ্ধার সরঞ্জামাদি মজুদ রাখা ও সরবরাহ করা ▪ উদ্ধারকারী দল, প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল গঠন ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ▪ মাস ক্যাজুয়ালটি ম্যানেজমেন্টের জন্য হাসপাতালের সক্ষমতা বাড়ানো
ঘুর্ণিঝড় ও বজ্রপাত	▪ মানুষ ও পশু পাখি মারা যাওয়া ও আহত হওয়া ▪ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ▪ ঘরবাড়ি, ব্যবসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আসবাবপত্র ও মালামালের ক্ষয়ক্ষতি ▪ দিন মজুরদের দৈনিক আয় বন্ধ ▪ ঘরে আগুন লেগে যায়	▪ ঘুর্ণিঝড়ে করণীয় বিষয়ক জনসচতনতার অভাব ▪ ঘুর্ণিঝড় সহনশীল ও মজবুত অবকাঠামোর অভাব ▪ বর্জ্রনিরোধক দন্ড না থাকা ▪ তাপমাত্রা বৃদ্ধি	▪ ঘুর্ণিঝড়ে করণীয় বিষয়ক জনসচতনতা বৃদ্ধি ▪ ঘরবাড়ি, ব্যবসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা ▪ বেশি বেশি তালগাছ লাগাতে হবে ▪ বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ রাখা

শীতলক্ষ্যা নদী, নারায়ণগঞ্জ

১.১২ প্রাপ্ত আপদসমূহ নিয়ে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা ও মতামত

ক্রমিক	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদের নাম	সম্ভাব্যতা	পূর্বের অভিজ্ঞতা
০১	জলাবদ্ধতা		২০১৭ সালে অক্টোবর ১৫ থেকে ১৭ তারিখ টানা বৃষ্টিতে বেপারিপাড়া, ১ নং বাবুরাইল, ঋষিপাড়া ও পাক্কা রোড এলাকায় হাটু পানি ঘরে ঢুকে, যা নিরসন করতে ৮-১০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। প্রতি বছর সাময়িক জলাবদ্ধতার কারণে শিশুদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়, বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দেয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় ১৬ নং ওয়ার্ডে ২ মাস ধরে ঘরে পানি ছিল যার ফলে ব্যাপকভাবে সম্পদের ক্ষতি জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।
০২	অগ্নিকান্ড		২০০৩ সালের ২৮ শে রমজান ও ২০১৪ সালের মাঝামাঝি হৃদম কমিউনিটি সেন্টারে জুট এর গোডাউনে এবং ২০১৭ সালে পুরাতন জিমখানার দুটি বস্তি ঘরে অগ্নিকান্ড ঘটে যাতে অনেক ক্ষতি সাধন হয় এবং ২ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২০১৬ সালে পুরাতন জিমখানা গ্যাস পাইপে সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ২০১৬ সালে তাঁতীপাড়ায় ট্রানাসফরমার বাস্ট করে আগুন লেগে যায়। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ২০১৭ সালের শেষে সিলিন্ডার গ্যাস বিস্ফোরণে এল.এন. রোডে ১ জন মারা যায় ।
০৩	ভূমিকম্প		বিগত ১০ বছরে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার ভুমিকম্পে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ১৬ নং ওয়ার্ডবাসী অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত, কারণ যে কোন মুহূর্তে ৭ মাত্রার উপরে ভুমিকম্প হলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এই ওয়ার্ডে প্রাণহানিসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। ২০১৫ সালের ২৯ শে রমজান প্রচন্ড কম্পন অনুভূত হয় এবং ২০১৭ সালের মাঝামাঝিতে ভোর ৪.০০ ঘটিকায় প্রচন্ড কম্পন অনুভূত হয়। বৌ বাজার এলাকার সামসুল হকের বাড়ী ২০১৭ সালে ভূমিকম্পের কারণে ভবন ধ্বস হয়েছে। ১নং বাবুরাইল এলাকায় দিদার মিয়ার বাড়িতে ভবন ধ্বসে একজন শিশু মারা যায়।
০৪	ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত		বজ্রপাতের ফলে বিগত ১০ বছরে ওয়ার্ডের বেপারিপাড়া ও দেওভোগ এলাকায় কয়েকটি গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ে।

১.১৩ ঝুঁকির নেতিবাচক প্রভাব

ক্রম	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদের নাম	সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ (চিহ্নিত বিপদাপন্নতা সমূহকে কমানো না হলে ওয়ার্ডে যা যা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে)
০১	জলাবদ্ধতা	সাময়িক জলাবদ্ধতা বর্তমান নগর জীবনের একটি বড় আপদ। ইহা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা এবং আবদ্ধ ড্রেন এবং নিচু এলাকা হওয়ার কারণে এখানে ভবিষ্যতে ৪/৫ দিন জলাবদ্ধতা থাকতে পারে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে এরং বিভিন্ন দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, সহায় সম্পদের ক্ষতি হতে পারে এবং পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে।
০২	অগ্নিকান্ড	ভবিষ্যতে অগ্নিকান্ডের ফলে প্রাণহানি ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।
০৩	ভূমিকম্প	অবকাঠামোগত ও ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন মুহূর্তে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি হতে পারে, ভবন ও ভূমিধ্বস হতে পারে, রাস্তা ও ভবনে ফাটল দেখা দিতে পারে, অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে এবং নদীর গতিপথ বদলাতে পারে।
০৪	ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত	১৬ নং ওয়ার্ডে ঘূণিঝড়সহ বজ্রপাতের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়ছে। ইহা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। এই ওয়ার্ডে অবস্থিত অপরিকল্পিত, জড়াজীর্ণ, কাঁচা ও অস্থায়ী বাড়িঘর/প্রতিষ্ঠান ঘূণিঝড়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

FIRE SER
&
CIVIL DEF

অধ্যায়-২: ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা

বার্ষিক নগর ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনাঃ ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। প্রথমে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, শিশু, নারী, যুবা ও মিশ্র দলের ৩০ জন সদস্যকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর ২ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৬ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) ও কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার পর নিম্নোক্ত উপায়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়:

- সম্মিলিতভাবে ঝুঁকির তথ্যাদি ও প্রভাব বিশ্লেষণ করা
- ঝুঁকিহ্রাস বা নিরসনে করণীয় কি তার আলোচনা করা
- ঝুঁকিহ্রাসে সম্পদের প্রাপ্যতার বিষয় আলোচনা করা
- ঝুঁকিহ্রাসে কোন সংস্থার কি ভূমিকা তা আলোচনা করা

অর্থাৎ, সবশেষে আপদের অগ্রাধিকারকরণ, এলাকার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদসমূহের ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ ও ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করে ঝুঁকির বিবরণ তৈরি করা হয় এবং আপদসমূহ বিশ্লেষণ করে ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফল বের করা হয়। এরপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফলের কারণের ভিত্তিতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা সংযুক্তি-৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
জলাবদ্ধতা	জলাবদ্ধতা দূরীকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান- ২টি কমিউনিটি সভা- ২টি মাইকিং- ১টি লিফলেট বিতরণ- ৫,০০০টি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার এফএসসিডি এনজিও	প্রতিমাসে (চলমান)	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, কমিউনিটি সভা মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার	ওয়ার্ডের জনবহুল স্থান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, কমিউনিটি, স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ ও মন্দির প্রাঙ্গণ	২ লক্ষ	শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় নিয়ে কর্মসূচীর পরিকল্পনা

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
	মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার- ১ বার							
	যথাসময়ে ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	সিটি কর্পোরেশন/কডিনিটি ভলান্টিয়ার	চলমান	পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা	মসজিদ গলি, সোহেল বাড়ী, ২নং বাবুরাইল, জিমখানা, ডিআইটি	-	
	ড্রেন পরিস্কার	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	সিটি কর্পোরেশন/কডিনিটি ভলান্টিয়ার	চলমান	পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা	ঋষিপাড়া ১নং ও ২ নং বাবুরাইল নাগবাড়ী তাতীপাড়া ৩০ নং এল এন এ রোড নূর ইসলাম বাড়ি সংলগ্ন ও ছনখোলা এলাকা	২০ লক্ষ	
	নতুন রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	সিটি কর্পোরেশন	চলমান	প্রকৌশলী'র মাধ্যমে নকশা প্রণয়ণ	২নং বাবুরাইল আবুল হেসেন সাহেবের বাড়ির গলির ড্রেন জিমখানা, ডি আই টি নয়ন চাঁদের বাড়ি সংলগ্ন রোড বাবুরাইল ৮৫ নং বাড়ি সংলগ্ন রোড বেপারী পাড়া ২০ ও ২১ নং বালক বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রোড পানির ট্যাংকী সম্রাট শাহজাহান সাহেবের বাড়ির পিছনে	৫০ লক্ষ	শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় নিয়ে কর্মসূচীর পরিকল্পনা

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
						১ নং বাবুরাইল সুমাইয়া তাছলিম এর বাড়ী হতে আলহাজ্ব বাসেদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত		
	সরু রাস্তা ও ড্রেন সংস্কার	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	সিটি কর্পোরেশন/কডিনিটি ভলান্টিয়ার	চলমান	প্রকৌশলী'র মাধ্যমে নকশা প্রণয়ণ	ডিআইটি মিন্নত আলী শাহ (র:) মাজার সংলগ্ন রাস্তা	২০ লক্ষ	
						তাঁতী পাড়া করিম সাহেব এর বাড়ি হতে ১ নং বাবুরাইল শেষ মাথা পর্যন্ত		
						ঋষিপাড়া ও দেওভোগ পাক্কারোড		
	পুকুর ও জলাশয় পরিস্কার করা	পুকুর ও জলাশয় মালিক	সিটি কর্পোরেশন	চলমান	নিজে, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাধ্যমে	বাবুরাইল, দেওভোগ, ছোনখোলা, তাঁতীপাড়া, বেপারীপাড়া	-	
	ড্রেনে ঢাকনা স্থাপন	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	সিটি কর্পোরেশন	চলমান	প্রকৌশলী'র মাধ্যমে নকশা প্রণয়ণ	ঋষিপাড়া, নাগবাড়ী এলাকা, বাজনা পাড়া বায়তুছ ছালাত মসজিদ সংলগ্ন রোড	৫০ হাজার	
	রাস্তা উঁচুকরণ	রাস্তা উঁচুকরণ	সিটি কর্পোরেশন	রাস্তা উঁচুকরণ	প্রকৌশলী'র মাধ্যমে নকশা প্রণয়ণ	২৩০ নং পানির ট্যাংক থেকে মিঠু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত	২০ লক্ষ	
						নাগবাড়ি ৩ মাথার মোড়ের রাস্তা		
						২১৭/১ নং বাড়ি তারা মসজিদ		
						ঋষিপাড়া		
						বেপারী পাড়া ২০ ও ২১ নং বালক বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকা		
						আলী আহম্মদ চুনকা সড়ক (আখড়ার মোড়)		

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
অগ্নিকান্ড	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিষয়ক জন-সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুশীলনমূলক কার্যক্রম উঠান বৈঠক- ২ টি কমিউনিটি সভা- ২টি মাইকিং- ১টি ভিডিও প্রদর্শনী- ১টি লিফলেট বিতরণ- ১০,০০০টি মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার- ১ বার মহড়া- ৫টি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কমিউনিটির বিভিন্ন কমিটি	সিটি কর্পোরেশন/কমিউনিটি ভলান্টিয়ার/ফায়ার সার্ভিস/এনজিও/স্থানীয় কমিটি/প্রতিনিধি	প্রতিমাসে (চলমান)	উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শনী, লিফলেট বিতরণ, মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার ও মহড়া	ওয়ার্ডের জনবহুল স্থান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, কমিউনিটি, স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ ও মন্দিরসমূহে, বস্তি এলাকা ও আবাসিক এলাকা	১০ লক্ষ	
	ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন মেরামত ও পরিবর্তন করা (সঞ্চালন লাইন)	ডিপিডিসি	সিটি কর্পোরেশন	২০১৮-১৯	ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন	ঋষিপাড়া এলাকা, হাকিম মার্কেট, নাগবাড়ী ৩০ নং পানির ট্যাংকি এলাকা, মুজাদ্দেদী আরি হাউস, হুসাইনা মুমতাজিয়া মাদ্‌রাসা রোড, তারা মসজিদ গলির মোড়, সততা শপিং সেন্টার মোড়	-	
	গ্যাসের পাইপের লিক মেরামত ও সরবরাহ নিশ্চিত	তিতাস	সিটি কর্পোরেশন	নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৮	ত্রুটিযুক্ত গ্যাস লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন	এল.এন.এ রোডের নাজির মিয়ার বাড়ী, বউবাজার ব্রীজ, বেপারিপাড়া মোড়ে	-	
ভূমিকম্প	ভূমিকম্পের আগে, চলাকালীন ও পরে করণীয় ও বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ বিষয়ক জন-সচেতনতা বৃদ্ধি উঠান বৈঠক- ৫ টি কমিউনিটি সভা- ২টি মাইকিং- ১টি ভিডিও প্রদর্শনী- ১টি লিফলেট বিতরণ- ৫,০০০টি মহড়া- ২টি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কমিউনিটি ভলান্টিয়ার রাজউক	সিটি কর্পোরেশন এফএসসিডি এনজিও	চলমান	উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শনী, লিফলেট বিতরণ, মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার, বিলবোর্ড স্থাপন ও মহড়া ইত্যাদি	ওয়ার্ডের জনবহুল স্থান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, কমিউনিটি, স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ ও মন্দির সমূহে	২ লক্ষ	

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
	ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত ও পরিত্যাক্ত ঘোষণা	পিডব্লিওডি	সিটি কর্পোরেশন	চলমান	স্ট্রাকচারাল এ্যাসেসমেন্ট	সমগ্র ওয়ার্ড, বিশেষ করে আক্কাছ সাহেবের ১২ নং বাড়ী, কানন মিয়ার বোনের বাড়ী এল এন এ রোড, ১৪৭ নং নূর হোসেনের বাড়ী	-	
	ভূমিকম্পে ও জরুরি উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম সংরক্ষণ- ১ সেট	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন ডিডিএম এফএসসিডি এনজিও	চলমান	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার দলের কার্যালয় স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম ক্রয় এবং অনুশীলন এর ব্যবস্থা	কমিউনিটি পর্যায়ে অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সমিতি বা সুবিধাজনক স্থানে	৫০ লক্ষ	
	খোলা বা উন্মুক্ত স্থান চিহ্নিতকরণ ও আপদকালীন সময়ে ব্যবহার উপযোগী রাখা	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন/এফএসসিডি/ এনজিও	চলমান	জনসমাগম স্থানে টয়লেট নির্মাণ ও ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস নিশ্চিতকরণ- ২টি	জিমখানা মাঠ	২০ লক্ষ	
ঘুর্ণিঝড় ও বজ্রপাত	ঘূর্ণিঝড় সহনশীল আবাসন নির্মাণ	বাড়ির মালিক	সিটি কর্পোরেশন	চলমান	নির্মাণ প্রকৌশলীর দ্বারা নকশা প্রনয়ণ	সমগ্র ১৬নং ওয়ার্ড	-	
	বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন: ছাদে, টবে গাছ লাগানো- ১০০০টি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/এনজিও/সিবিও	চলমান	চারা উৎপাদন ও বৃক্ষ রোপন/বনায়ন কর্মসূচী	সমগ্র ১৬নং ওয়ার্ড	-	
	বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন	বাড়ির মালিক/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন	ডিসেম্বর ২০১৮	প্রত্যেক বাড়ীতে নিজ উদ্যোগে ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে সংশ্লিষ্ঠ বিষেষজ্ঞ এর পরামর্শ অনুযায়ী	ওয়ার্ডের নির্দ্দিষ্ট স্থানসমুহ চিহ্নিত করে	-	
অন্যান্য	মশা-মাছি নিধন অভিযান	ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস	সিটি কর্পোরেশন	চলমান	মশা-মাছি মারার ঔষধ স্প্রে	সমগ্র ওয়ার্ডে	-	
	দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক জ্যাম রোধে ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ- ১টি	সিটি কর্পোরেশন	স্থানীয় সরকার বিভাগ/দাতা সংস্থা	জুন-ডিসে ২০১৯	নকশা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও নির্মাণ কাজ	২ নং রেলগেট এলাকায়	৫ কোটি	শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় পরিকল্পনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাজেট আনুমানিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের সময় অবশ্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বাজেট প্রস্তুত করতে হবে।

অধ্যায়-৩: আপদকালীন পরিকল্পনা

পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে (Standing Orders on Disaster) ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। যার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন এর সার্বিক অংশগ্রহণে এ পরিকল্পনাটি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবেলায় সারা বিশ্বে একটি পথিকৃত হিসাবে পরিচিত। কিন্তু ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে বা মোকাবেলায় আমাদের সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়না। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের অন্যতম দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ও জলাবদ্ধতা এখানকার প্রধান প্রধান আপদ। এখানে যদি এই আপদগুলো আঘাত হানে; তবে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। সাম্প্রতিক সময়ে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন দুর্যোগের প্রভাব এবং ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করে আগামী দিনে ওয়ার্ডকে দুর্যোগ থেকে মুক্ত রাখা এবং প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই আপদকালীন পরিকল্পনাটি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ১৬ নং ওয়ার্ডের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ওয়ার্ড কাউন্সিল ও সিটি কর্পোরেশন এবং প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট খাতের (সরকারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা, ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করবে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

৩.১ জরুরি অপারেশন সেন্টার:

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই ওয়ার্ড কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ওয়ার্ড সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ওয়ার্ড সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

যেকোন দুর্যোগে জরুরি অপারেশন সেন্টার সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে এটি ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরি অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসে ১টি এবং ফায়ার স্টেশনে ১ টি কন্ট্রেল রুম পরিচালিত হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওয়ার্ড পর্যায়ের কন্ট্রোল রুম পরিচালিত হবে। এই ২টি কন্ট্রোল রুম জেলা পর্যায়ের কন্ট্রোল রুমের সাথে সমন্বয় করবে।

অপারেশন সেন্টার	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
অপারেশন রুম	মোঃ মামুনুর রশিদ	উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৫১৩৯১৯৮
কন্ট্রোল রুম	খন্দকার সানাউল হক	সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১২১৮০২৫০
যোগাযোগের রুম	আরিফুর রহমান	স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৫০১৭৬৭১

৩.১.১ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনার নিয়মাবলী

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই ওয়ার্ড কার্যালয়ে জরুরি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কন্ট্রোল রুম পরিচালিত হবে।
- ওয়ার্ডের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ (ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড সচিব) কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন। সিটি কর্পোরেশন/ বিভিন্ন বিভাগ এর সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাংগানো একটি ওয়ার্ড ম্যাপ বিভিন্ন এলাকার অবস্থান অবস্থান, যাতায়াতের রাস্তা, খাল, ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারি, রেইন কোট ইত্যাটি কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৩.২ আপদকালীন পরিকল্পনা

ক্রম	কাজ	লক্ষ্যমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	৩০০ জন	দুর্যোগের আগে	ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও ইসহাক হোসেন বাপ্পী	এফএসসিডি ও এনজিও	ট্রেনিং, মহড়া, সেশন ও সভার মাধ্যমে	০১৭১২২০৭৬৯৬ ০১৯৯০২৮০৩৮২
২	সতর্কবার্তা প্রচার	১ জন	দুর্যোগকালীন সময়ে	রামকৃষ্ণ চন্দ্র	ওয়ার্ড কাউন্সিলর, মসজিদ কমিটি, এসএমসি ইত্যাদি	মসজিদের মাইকিং, এলার্ম ও এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে	০১৬৭৫৪১৯৩৫১
৩	ভ্যান/গাড়ি প্রস্তুত রাখা	৫টি	দুর্যোগের আগে	ইসহাক হোসেন বাপ্পী	ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এফএসসিডি ও এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, এফএসসিডি ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৯৯০২৮০৩৮২
৪	উদ্ধার কাজ	ক্ষতির প্রয়োজন অনুযায়ী	দুর্যোগের পরে	মুনিয়া	ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এফএসসিডি, স্বেচ্ছাসেবক ও এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন, এফএসসিডি, পুলিশ ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৬৩১০৪৮৮৫৭, ০১৭৩০০০২৩১০
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য /মৃত ব্যবস্থাপনা	ক্ষতির প্রয়োজন অনুযায়ী	দুর্যোগের পরে	শেখ মোস্তফা আলী, প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক (সায়েম ও জাকির)	সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ, জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এনজিও	স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৬৭৩৯৮৬৯৪৭, ০১৬২৬৪৬৪৫৯৬, ০১৯১৩৪৬৩০৪৬
৬	শুকনা খাবার	৫০০ পরিবারের জন্য	দুর্যোগের আগে	সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন ও এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন, এফএসসিডি, পুলিশ ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭
৭	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৫০০০ জনের জন্য	দুর্যোগের আগে	শেখ মোস্তফা আলী	সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ, জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এনজিও	স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৬৭৩৯৮৬৯৪৭
৮	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ	২৫ জন	চলামান	ঝর্না, আশিষ কুমার দাস	সিটি কর্পোরেশন, স্বেচ্ছাসেবক, এফএসসিডি এবং এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন, এফএসসিডি, পুলিশ ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৬২৫৭০০২১৪ ০১৭২৪৮৭১৯৬৩
৯	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৫০০ পরিবার	দুর্যোগের পরে	সিটি কর্পোরেশন	ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন এবং এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৬৭৩৯৮৬৯৪৭
১০	মহড়ার আয়োজন করা	৫ টি	দুর্যোগের আগে	মুনিয়া	সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, এফএসসিডি এবং এনজিও	এফএসসিডি'র সহায়তার মাধ্যমে	০১৬৩১০৪৮৮৫৭

ক্রম	কাজ	লক্ষ্যমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১১	জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১ টি	দুর্যোগকালীন সময়ে এবং পরে	খন্দকার সানাউল হক	সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, এফএসসিডি এবং এনজিও	প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০২-৯৫৫৫৫৫৫

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৩.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা প্রয়োজনের সময় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় তথ্য, সচেতনতামূলক ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত বার্তা প্রচার, উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৩.২.২ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- ক্ষতির পরিমাণ বেশি হলে অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মাদের জরুরীভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ও সৎকার এর কাজ সকল কাউন্সিলরগণ স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন। বিশেষায়িত সংগঠন, যেমন- এফএসসিডি ও আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামকে এই কাজে নিযুক্ত করবে।

৩.২.৩ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সকল সময়েই চিহ্নিত নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখবেন।
- জরুরি মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৩.২.৪ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা

- কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভিন্ন ত্রাণ ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- প্রতিদিন ত্রাণ কাজের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমাণ বা কোন ধরণের ত্রাণ সামগ্রী পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে ত্রাণ বিতরণের একটি পদ্ধতি অনুসরণ করবে যাতে সবাই প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ পেতে পারে।

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৩.২.৫ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে সমন্বয় করা এবং আহত লোকদের চিকিৎসা করানো।
- তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি, ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরি ও সংগ্রহ করা।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ওয়ার্ড কাউন্সিলের উপর থাকবে।

৩.২.৬ মহড়ার আয়োজন করা

- প্রস্তুতি/সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ওয়ার্ডের সকলকে নিয়ে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবর্তী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়া যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।

৩.২.৭ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই ওয়ার্ড কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ওয়ার্ড সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ওয়ার্ড সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

৩.৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থানসমূহ

- খোলামেলা খেলার মাঠ/ কমিউনিটি সেন্টার এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- স্থানীয় মজবুত সিটি কর্পোরেশন, স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেড়ী বাঁধ, অস্থায়ীভাবে বসবাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন ইত্যাদি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৩.৩.১ ওয়ার্ডের নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	অবস্থান	ওয়ার্ডের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
২২ ও ২৩ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেওভোগ	১৬ নং ওয়ার্ড	১০০০ জন	স্কুল কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন
শিশুবাগ	বিদ্যালয়	১৬ নং ওয়ার্ড	১৫০০ জন	স্কুল কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন
চারুকলা	মাঠ	১৬ নং ওয়ার্ড	২৫০০ জন	চারুকলা কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন
মর্গ্যান স্কুল এন্ড কলেজ	বেপারী পাড়া	১৬ নং ওয়ার্ড	২০০০ জন	স্কুল কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন
২০ নং ও ২১ নং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	খেলার মাঠ	১৬ নং ওয়ার্ড	১৫০০ জন	স্কুল কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন

৩.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র থাকা খুবই জরুরি হয়ে পড়বে। এজন্য ওয়ার্ডের মধ্যে নিরাপদ এবং মজবুত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণ খুবই জরুরি।

দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানোর প্রয়োজনেই আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- কাউন্সিলর, গণ্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও ষ্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- পুলিশ ও ইউসিবি'র সাহায্যে নিরাপত্তা দেয়া।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সভার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।
- ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেনঃ

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র- খোলা মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, বাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন, বড় কোন হলঘর ইত্যাদি
- স্থানীয় স্কুল ও কলেজ
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা ও বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কিকি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরী/কিছু জরুরি ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল, বমি বা গ্যাস্ট্রিক কমানোর ঔষধ ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- নিরাপদ খাবার পানি মজুদ ও রান্নার ব্যবস্থা রাখা।
- নারী, শিশু ও পুরুষের পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা।
- পায়খানার ব্যবস্থা করা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)।
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা।
- পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা।
- নারী ও কিশোরী মেয়েদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ব্যবস্থা করা।
- পায়খানা ও গোসলখানায় আলোর ব্যবস্থা করা এবং কিশোরীদের ঋতুকালীন পরিচর্যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য ব্যবস্থা রাখা।
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমত ফেরৎ দেওয়া।

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও আনসার মোতায়েন করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী মা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধিদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- নগর এলাকায় সাধারণতঃ খোলা মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, কলেজ, বাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন, বড় কোন হলঘর, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে পৃথক করে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির প্রয়োজন নেই।
- আশ্রয়কেন্দ্র মূলতঃ দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় খোলা মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, কলেজ, বাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন, বড় কোন হলঘর, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- খোলা মাঠ ও কমিউনিটি সেন্টার প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা ভেঙ্গে গেলে তা ঠিক করতে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে (এ কাজ দুর্যোগের আগেই করতে হবে)।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজে ব্যবহৃত হবে।
- গাইড লাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল
স্কুল	২২ ও ২৩ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাশিদা জামান	০১৭১৬৮৫৫৫৯
	শিশুবাগ বিদ্যালয়	আলী রেজা উজ্জল	০১৮১৭০১৪০১২
	মর্গ্যান স্কুল এন্ড কলেজ	রামকৃষ্ণ চন্দ্র	০১৬৭৫৪১৯৩৫১
	২০ ও ২১ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিষ কুমার দাস	০১৭২৪৮৭১৯৬৩
	২৪ ও ২৫ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভজনা রাণী পাল	০১৭১৬২৫০৭১৪
	১৮ ও ১৯ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রিন্টু প্রভা সাহা	০১৭১৬০৬৪৭৩৬

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৩.৫ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

- দুর্যোগের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা আগে চিহ্নিত করতে হবে। ভবনে বসবাসরত জনসংখ্যাসহ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা তৈরি করতে হবে।
- কিভাবে প্রভাবিত/ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে।

খাত সমূহ	বর্ণনা
শিক্ষা	স্কুল কলেজ ভেঙ্গে যেতে পারে, পড়াশোনার ব্যঘাত ঘটতে পারে, শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক খুটি ভেঙ্গে বা পড়ে যেতে পারে, এতে বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে।
পানি	নিরাপদ খাবার পানির অভাবে বিভিন্ন রোগবালাই দেখা দিতে পারে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে।
যোগাযোগ	রাস্তায় ফাটল দেখা দিতে পারে, দুযোর্গের ফলে ভবন ধ্বস, বৈদ্যুতিক খুটি, গাছপাল ভেঙ্গে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার কারণে যোগাযোগের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এতে জনদুর্ভোগ দেখা দিতে পারে।
গ্যাস	গ্যাস, রাইজার থেকে অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হতে পারে, এতে প্রতিবন্ধী, শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলাদের বেশি ক্ষতি হতে পারে।

৩.৬ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৩.৬.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ রাব্বী মিয়া	জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৩০৮১৩৫৩; ০২-৭৬৪৬৬৪৪
২.	ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী	মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৭১৪০৩৩০১১
৩.	ড. খ. মহিদ উদ্দিন	পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৩৩৭৩৩৩৯
৪.	মোঃ নাজমুল আলম	কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৭১২২০৭৬৯৬
৫.	আফসানা আফরোজ বিভা	সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর, ১৬, ১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৮১৮২৭৯৭১৩

৩.৬.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ আবুল হোসেন	পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯১৫৯২০৩৩৫
২	মোঃ আলমগীর হোসেন হিরণ	পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯২৪৪৬০৫২০
৩	মোঃ নাজমুল আলম	কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৭১২২০৭৬৯৬
৪	মোঃ ইসহাক হোসেন বাপ্পী	ওয়ার্ড সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯৯০২৮০৩৮২
৫	উত্তম মজুমদার	সুপারভাইজার, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৭১১১৪২৮৯৮

৩.৭ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রধানের তালিকা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
২২ ও ২৩ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রাশিদা জামান	সভাপতি	০১৭১৬৮৫৫৫৯
শিশুবাগ বিদ্যালয়	আলী রেজা উজ্জল	সভাপতি	০১৮১৭০১৪০১২
মর্গ্যান স্কুল এন্ড কলেজ	রামকৃষ্ণ চন্দ্র	লেকচারার	০১৬৭৫৪১৯৩৫১
২০ ও ২১ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	আশিষ কুমার দাস	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪৮৭১৯৬৩
২৪ ও ২৫ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভজনা রাণী পাল	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৬২৫০৭১৪
১৮ ও ১৯ নং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	রিন্টু প্রভা সাহা	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৬০৬৪৭৩৬

৩.৮ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	ডা. মোঃ এহসানুল হক	সভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৫৪৭১৮৭১
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	ডা. মোঃ আসাদুজ্জামান	আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতাল	০১৭৩১১৫২৭১১
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	ডা. মোঃ আলমগীর হোসেন জনি	অর্থোপেডিক সার্জন, নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতাল	০১৭১১১৩৯৮৭১; ০১৭০৮০১১৫০৫
নারায়ণগঞ্জ ৩০০ বেড হাসপাতাল (খানপুর হাসপাতাল)	ডা. আব্দুল মোতালেব মিয়া	চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক	০১৭১৫৩৯৯০৩৮; ৭৬৪৩৬২২
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	ডা. শেখ মোস্তফা আলী	মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮ ০১৬৭৩৯৮৬৯৪৭; ০২-৭৬৪৮৩৬৭
নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৩, কৃষ্ণচূড়া মোড়, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	আয়শা সিদ্দিকা জেবা	ফিজিশিয়ান	০১৯১৭০৪১৭৩২

৩.৯ চিকিৎসাকেন্দ্রের তালিকা

চিকিৎসাকেন্দ্রের নাম	ধারন ক্ষমতা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও পদবী	মোবাইল
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	১০০ জন	ডাঃ মোঃ আহসানুল হক তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জন	০১৭১৫৪৭১৮৭১
নারায়ণগঞ্জ ৩০০ বেড হাসপাতাল	৩০০ জন	ডা. আব্দুল মোতালেব মিয়া চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক	০১৭১৫৩৯৯০৩৮; ৭৬৪৩৬২২
নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৩, কৃষ্ণচূড়া মোড়, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ		আয়শা সিদ্দিকা জেবা, ফিজিশিয়ান	০১৯১৭০৪১৭৩২

৩.১০ অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	মোঃ মামুনুর রশিদ	উপ-সহকারি পরিচালক	০১৭১৫১৩৯১৯৮
ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	খন্দকার সানাউল হক	সিনিয়র স্টেশন অফিসার	০১৭১২১৮০২৫০
ওয়ার্ডে কোন ফায়ার স্টেশন নেই, নিকটতম ফায়ার স্টেশন হল মন্ডলপাড়া ফায়ার সার্ভিস	আরিফুর রহমান	স্টেশন অফিসার	০১৭১৫০১৭৬৭১
ফায়ার স্টেশন টিমকে সহযোগিতার জন্য ওয়ার্ডে গঠিত টিম প্রতিনিধি	খাদিজাতুল কোবরা	স্বেচ্ছাসেবক, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৯৫২৮১০৯৯৯
	ঝর্ণা মনি	স্বেচ্ছাসেবক, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৯৯৬৫২৪৩২৩
	অঅবু সাঈম	স্বেচ্ছাসেবক, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৬২৬৪৬৪৫৯৬
	মুনিয়া	স্বেচ্ছাসেবক, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৯৮২৭৯২০৪
	রবিদাস	স্বেচ্ছাসেবক, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৬৭২২৮২০৬১
	সুনাম	স্বেচ্ছাসেবক, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৯৭৩১০৬৬৪০
	মাসুদ রানা	স্বেচ্ছাসেবক, ১৬ নং ওয়ার্ড	০১৯১৫৮০৭৪৩৫
ক্লাষ্টার	তুরাগ	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৯১১৩৫৯২৩৪
	সাবতানী	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৬২৩৬৭১২৯৬
	বোরহানুদ্দীন	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৭২০২৫০২০২
	মনিকা	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৯৪২৯২৭৫৬৪

৩.১১ ওয়ার্ডের সম্পদের তালিকা

ওয়ার্ডের বিবরণ দ্রষ্টব্য: ৪৪-৪৮ পৃষ্ঠা

৩.১২ এলাকার বিশেষ অবস্থা/তথ্য

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনঃ এই ওয়ার্ডে আনুমানিক ষাটটি গভীর নলকূপ রয়েছে। এছাড়া ১৪ নং ওয়ার্ডে ওয়াসার একটি বড় পাম্প ও লাইনের এর সাহায্যে পানি সরবরাহ করে থাকে। এই এলাকার বেশীরভাগ টয়লেট ও গোসলখানা স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় আছে তবে এখানকার ঋষিপাড়া কমিউনিটির টয়লেট ব্যবস্থার আংশিক অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। এগুলো ভাঙ্গা, কোনটি সেইফটি ট্যাংক বিহীন, খোলা ক্যানেলের সাথে টয়লেটের লাইন সংযুক্ত। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা ভাল।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ এই ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। গৃহস্থালীর ময়লা-আবর্জনা পরিবহনে সিটি কর্পোরেশন এর উদ্যোগে ময়লা-আবর্জনা পরিবহনে কিছু সংখ্যক আবর্জনাবাহি ভ্যানগাড়ি ও ট্রলি পরিচালিত হয়। এই ওয়ার্ডে বাসা-বাড়ি, গার্মেন্টস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ৪ টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের ডাম্পিং ব্যবস্থার স্বল্পতা থাকায়, অনেকক্ষেত্রে ময়লা–আবর্জনা নগরের পরিবেশ দূষণ করছে।

স্থানীয় পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থাঃ এ ওয়ার্ডে ১ টি বাজার রয়েছে, যেমন- বউবাজার। স্থানীয় জনগণ (আবাসিক এলাকা ও বিভিন্ন কমিউনিটি) এ ১টি বাজার ও পাশ্ববর্তী ওয়ার্ডে অবস্থিত বাজার থেকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করে থাকে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থাঃ এ ওয়ার্ডে ১টি সরকারি ব্যাংক এর শাখা রয়েছে। ব্যাংকটি হল- জনতা ব্যাংক, দেওভোগ। পাশ্ববর্তী ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ডে বেশীরভাগ ব্যাংকের শাখা থাকায় এই ওয়ার্ডের প্রায় সকলেই সেসব ব্যাংকের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করে থাকেন।

৩.১৩ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট

ওয়ার্ড চেকলিষ্ট- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নের ছকে চেকলিষ্ট পূরণ করে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এর নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রম	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	ওয়ার্ড পর্যায়ে বা সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে	
২.	এলাকার শিশুদের টিকা /ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	
৩.	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	
৪.	নগর স্বাস্থ্য ক্লিনিক বা হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	
৬.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	
৭.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	
৮.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা আছে	
৯.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	
১০.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
১১.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত নারী স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী আছে	
১২.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	
১৩.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানার ব্যবস্থা আছে	
১৪.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রযোজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	
১৫.	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমাণ শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে	
১৬.	স্থানীয় মার্কেটে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণ, আটা, ময়দা, কাঁচা সব্জি ও শিশু খাদ্য) মজুদ/প্রাপ্যতা/সক্ষমতা রয়েছে	
১৭.	ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ত্রাণ ও উদ্ধার পরিকল্পনা তৈরি করেছে	
১৮.	ত্রাণ ও উদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করেছে	
১৯.	এনজিও/এফএসসিডি একই সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করছে	

অধ্যায়-৪: সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি-১: সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র/ সমঝোতা স্মারক

সমঝোতা স্মারক

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (১ম পক্ষ)
এবং
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ (২য় পক্ষ)

সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হবে:

১ম পক্ষ	ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভি, মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ১০ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ ১৪০০, বাংলাদেশ। ০৫ মে ২০১১ তারিখে তিনটি পৌরসভা যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুলকে একীভূত করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা ২০১০ এর বিধি ৬- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রায় ৭২.৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে।
২য় পক্ষ	মার্ক টেইলর পিয়ার্স, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ, বাড়ি নং সিডব্লিউএন (এ) ৩৫, রোড নং ৪৩, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ। সেভ দ্য চিলড্রেন বিশ্বের নেতৃস্থানীয় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা শিশুদের জন্য নিবেদিত। সংস্থাটি শিশুদের প্রতিপালনে বিশ্বের চলমান ধারায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে উৎসাহিত করা ও তাদের জীবনে তাৎক্ষনিক ও স্থায়িত্বশীল পরিবর্তন আনার ব্রত নিয়ে ১৯১৯ সাল থেকে কাজ করে আসছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংস্থাটি ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে এবং অদ্যবধি বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, বিকাশ এবং অংশগ্রহণের অধিকার অর্জনসহ তাদের সার্বিক কল্যান সাধনে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রায় ৬৪ টি জেলায় শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

সমঝোতা স্মারকের সামগ্রিক লক্ষ্য (Overall objectives of the MoU)

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন মূলধারায়িত করার মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর-ই লক্ষ্যে, ১ম ও ২য় পক্ষ যৌথভাবে ওয়ার্ড ও সিটি কর্পোরেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

অংশীদারিত্বে নীতি এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (Principles of partnership and specific objectives)

- ১ম এবং ২য় পক্ষ যৌথভাবে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত স্বয়ংসম্পূর্ন সনদ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (২০১৫-২০৩০) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে। এছাড়াও উভয় পক্ষ বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা, মানবিক মানদন্ড এবং উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- উভয় পক্ষ একটি পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ এবং নিরাপদ নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে।
- সরকারের নীতিমালার সঠিক ব্যবহার এবং প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কার্যক্রম ওয়ার্ড, সিটি কর্পোরেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত করা। এছাড়াও, বিদ্যমান ঘাটতি পূরণে কাজ করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রশমন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (সিটি কর্পোরেশন এবং জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত) কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করা।
- ব্যক্তি, কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সফল কেস/ঘটনাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো পুনরায় বাস্তবায়ন (replication) এবং প্রাতিষ্ঠনিকীকরনের (institutionalization) জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনসহ) দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতার (Scope of Collaboration) ক্ষেত্র তৈরি করা।

উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে উভয় পক্ষ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সহমত পোষণ করছে:

- ১ম পক্ষ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের , নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম কে ফোকাল পয়েন্ট (focal point) হিসাবে মনোনীত করবে। স্বারকের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনাবিদ মোঃ মইনুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে ২য় পক্ষের সাথে সমন্বয়ের জন্য মেয়র এবং কাউন্সিলরদের সহায়তা প্রদান করবেন।
- ২য় পক্ষ জনাব মোঃ মোস্তাক হোসেন, ডিরেক্টর হিউম্যানিটারিয়ান কে ফোকাল পয়েন্ট (focal point) হিসাবে মনোনীত করবে। স্বারকের লক্ষ্য বাস্তবায়নে মোঃ মোস্তাক হোসেন সেভ দ্য চিলড্রেনের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে ১ম পক্ষের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রতিনিধি/ ফোকাল পয়েন্ট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ ৭ দিনের মধ্যে তা করতে পারবে।
- উভয় পক্ষ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম, কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল, উভয় পক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য উল্লেখযোগ্য।
- ১ম পক্ষ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় এবং কার্যকর করবে যেন এ কমিটি দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং নীতিমালা মোতাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।
- ১ম পক্ষ ব্যক্তি, কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সফল কেস/ঘটনাগুলো পুনরাবৃত্তি (replication) এবং প্রাতিষ্ঠনিকীকরনের (institutionalization) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিগত সময়ে বাস্তবায়িত সফল ও কার্যকরি কার্যক্রমসমূহ (যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি শক্তিশালীকরণ, স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি, সমাজ এবং বিদ্যালয়ে দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি) নতুন কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজনে ইতোমধ্যে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
- উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উভয় পক্ষের মতামতে ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় (need based) সহায়তা (যেমন: প্রযুক্তিগত) সংশিষ্ট বেসরকারি সংস্থা (স্থানীয়/ জাতীয়/ আন্তর্জাতিক), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে নেয়া যেতে পারে।
- অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠির স্বপ্রণোদিত সহযোগিতা আগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।উক্ত সহায়তা ব্যক্তি, কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগের সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হবে।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে ২য় পক্ষ সকল আর্থিক ব্যয় বহন করবে।
- ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পূর্ন বা খন্ডকালীন মানব সম্পদ বা কর্মী নিয়োগ দিতে পারবে।২য় পক্ষ কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ড় সকল আর্থিক ব্যয় বহন করবে এবং ১ম পক্ষ কর্মীর অনান্য সকল সুযোগ সুবিধার (logistics) ব্যবস্থা করবে।
- ১ম পক্ষ দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস কার্যক্রমকে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনায় একিভূত করবে।
- উভয় পক্ষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ এবং সমন্বয় করবে।
- ২য় পক্ষ প্রকল্পের প্রতিবেদন, কেস স্টাডি, মিটিং মিনিটস ১ম পক্ষকে সরবরাহ করবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

- অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানের জন্য উভয় পক্ষ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবে।
- উভয় পক্ষ-ই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থান করবে।
- উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে ২য় পক্ষ অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১ম পক্ষ বরাবর তহবিল পুর্ণ বা আংশিক প্রদান করতে পারে।তবে যে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পৃথক চুক্তি সাক্ষরিত হবে।
- ১ম পক্ষ সুযোগ সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে (যেমন: ভেন্যু ব্যবহার, গণসচেতনতার জন্য সংবাদপত্রের ব্যবহার) ২য় পক্ষকে হ্রাসকৃত মূল্যে ব্যবস্থা করে দিবে।

ভিসিবিলিটি (Visibility)

এই সমঝোতার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে উভয়পক্ষ নিজ নিজ এবং অপরপক্ষের ভিসিবিলিটি (নাম, লোগো) নিশ্চিত করবে।

মেয়াদ (Validity)

এ স্মারকটির মেয়াদ স্বাক্ষরের পর হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে সমঝোতা স্মারকটির পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা যাবে। সময়ের পূর্বে কারণ উল্লেখপূর্বক তিন (৩) মাসের নোটিস প্রদানের মাধ্যমে স্মারকটি বাতিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চলমান কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

- উভয় পক্ষ যৌথভাবে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে এবং তা সম্পাদনের জন্য কৌশল তৈরি করবে। কর্মপরিকল্পনা ষান্মাসিক (বছরে ২ বার) পর্যবেক্ষন এবং পর্যালোচনা করা হবে।
- উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে- ই স্মারকে পরিবর্তন আনা যাবে।
- পরামর্শ এবং পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত যেকোন সমস্যা সমাধান করা হবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ উল্লেখিত সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছেন।

১ম পক্ষ

এ এফ এম এহতেশামুল হক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

২য় পক্ষ

মার্ক টেইলর পিয়ার্স
কান্ট্রি ডিরেক্টর
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

সাক্ষী

জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম
নগর পরিকল্পনাবিদ
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সাক্ষী

মোঃ মোস্তাক হোসেন
ডিরেক্টর হিউম্যানিটারিয়ান
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

সংযুক্তি-২: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র:

সভার নাম: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভা
সভার স্থান: নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩, ২২৮/৩ আলী আহম্মদ চুনকা সড়ক, কৃষ্ণচুড়া মোড়, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।
সভার তারিখ: ১০/০১/২০১৮

সভার অ্যাজেন্ডাসমূহ:

- পূর্ব সভার পূনরালোচনা
- নগর ঝুঁকি নিরুপণ বিষয়ক আলোচনা
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একতীভূতকরণ প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনা
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও হাউজিং সোসাইটি কমিটি'র ল্যান্ড ইউজ প্লান ও দুর্যোগ সহনীয় নির্মাণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ঈমাম ওরিয়েন্টেশন বিষয়ক আলোচনা
- অগ্নি প্রতিরোধ ও ভূমিকম্পে করণীয়
- উন্মুক্ত আলোচনা
- সভাপতির বক্তব্য ও সমাপনী

যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আগামী ২৫/০২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় মাঠ-পর্যায়ে ফেব্রুযারি ২০১৮ ইং এর শেষ নাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা হবে।
- প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ ৪টি দলে ১৬ নং ওয়ার্ডকে নির্ধারিত ৪টি ক্লাষ্টারে বিভক্তির মাধ্যমে পরিভ্রমণ করবে এবং দলগুলো ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরুপণে পুরুষ, নারী এবং শিশু দলে আলোচনা করবে।
- আগামী মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও হাউজিং সোসাইটি কমিটি'র ল্যান্ড ইউজ প্লান ও দুর্যোগ সহনীয় নির্মাণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হবে।
- অগ্নিকান্ড, বর্জ্রপাত ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগামী মার্চ ২০১৮ খ্রিঃ এর শেষ নাগাদ ১৬ নং ওয়ার্ডের সকল ঈমাম ও মোয়াজ্জিমদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্টিত হবে।

উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্রম	নাম	পদবী	ফোন নং	স্বাক্ষর
১.	মোঃ নাজমুল আলম	সভাপতি	০১৭১২২০৭৬৯৬	
২.	আফসানা আফরোজ বিভা	সহ-সভাপতি	০১৮১৮২৭৯৭১৩	
৩.	মোস্তফা মাহমুদ	সদস্য	০১৯১৪৯৪২০২২	
৪.	ফজিলা খাতুন	সদস্য	০১৭৪৫৩৯৪১১৫	
৫.	এস এম হাসান শাহরিয়ার	সদস্য	০১৭১৫৪২১৬৪৮	
৬.	মোঃ জাকির হোসেন	সদস্য	০১৭১৮৪১৮৬১৩	
৭.	মোঃ জাকারিয়া	সদস্য	০১৯৩৭৯৪৯৫৩৭	
৮.	মাওঃ আইয়ূব আলী	সদস্য	০১৭১৪৪৯৭৯০৪	
৯.	মাওঃ মহিউদ্দিন হামিদী	সদস্য	০১৭১৪২৮৭৬৬৬	
১০.	ফারুক মহসিন	সদস্য	০১৬৭৫৩৮৯১১৯	
১১.	শওকত আরা	সদস্য	০১৭১৮৩০১৮২৫	
১২.	আশিষ কুমার	সদস্য	০১৭২৪৮৭১৯৬৩	
১৩.	অশোক কুমার সাহা	সদস্য	০১৭১৫০৪৮৮১২	
১৪.	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সদস্য	০১৯২৬৯৬৬৪৭২	
১৫.	আরিফুল হক	সদস্য	০১৭১৫০১৭৬৭১	
১৬.	মোঃ রাশিদ চৌধুরী	সদস্য	০১৯১২২৩৮২৪৭	
১৭.	আলাউদ্দিন মিয়া	সদস্য	০১৭২০২৯৪৬৭০	
১৮.	দেলোয়ার হোসেন	সদস্য	০১৭২৭৩৩৭৬৯১	
১৯.	মাকসুদা আক্তার	সদস্য	০১৬৮২৪৮৮৪৬১	
২০.	মোজাম্মেল হক	সদস্য	০১৭১৩০০৫৩৩১	
২১.	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	সদস্য	০১৭৫৩৪৯৬০৬৩	
২২.	নুসরাত জাহান মুনিয়া	সদস্য	০১৬৩১৪০৮৮৫৭	
২৩.	মেহেদী হাসান মিরাজ	সদস্য	০১৯২৮৩৫০২৫৬	
২৪.	ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহাঃ	সদস্য	০১৯২২৫৯৮৬৮৪	
২৫.	আহম্মেদ আলী	সদস্য	০১৯৩৫১৯৬৮১০	
২৬.	প্রদ্বীপ কুমার	সদস্য	০১৭১২১৯৮০১৯	
২৭.	কাজী এনামুল কবির	সদস্য	০১৭১২৩৫৪৯১৫	
২৮.	মোঃ বদরুজ্জামান পটু	সদস্য	০১৮২২২৫৩৩২০	
২৯.	মোঃ তারিফ বাবু	সদস্য	০১৯৭৭১১৭৩৪৯	
৩০.	মাসুদ রানা	যুগ্ম সচিব	০১৭১৮১৬৭৯১০	
৩১.	ইসহাক হোসেন বাপ্পী	সদস্য সচিব	০১৯৯০২৮০৩৮২	

সংযুক্তি-৩: ওয়ার্ড পরিচিতি

ওয়ার্ডের প্রশাসনিক তথ্য

ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নাম	মোঃ নাজমুল আলম	ফোন নম্বর	০১৭১২২০৭৬৯৬
ওয়ার্ড সচিবের নাম	ইসহাক হোসেন বাপ্পী	ফোন নম্বর	০১৯৯০২৮০৩৮২
ওয়ার্ড নারী কাউন্সিলরের নাম	আফসানা আফরোজ বিভা	ফোন নম্বর	০১৮১৮২৭৯৭১৩

পাড়া/মহল্লাভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্য

মহল্লার নাম	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা						
		নারী	পুরুষ	শিশু ১৮ বছরের নীচে	প্রতিবন্ধী		বৃদ্ধ	
					নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
এল এন রোড	৯৫০	২২৫০	২৬০০	১০৫০				
ভি পি রোড	৯০০	১৭৫০	২৩৫০	৯৫০				
১ নং বাবুরাইল	৯৫০	২২৫০	২৪০০	১১৮০				
২ নং বাবুরাইল	৮০০	২০০০	২২০০	১০১০				
তাঁতীপাড়া	৯০০	১৮০০	২০০০	৯৫০				
ছোনখোলা	৭৫০	১৫০০	১৬৫০	৮০৫				
মসজিদ গলি	১০০০	২০০০	২৩০০	১২১০				
খানকা রোড	১০৫০	২৭০০	৩০০০	১৩১৫				
ডি আই টি	১০৫০	২১৫০	২৫০০	১৫৫০				
ঋষিপাড়া/বাড়ী	৮৫০	১৭০০	২০৫০	১০২৫				
মোট	**৯২০০**	**২০১০০**	**২৩০৫০**	**১১০৪৫**	**৫৭**	**৭৬**	**২৩৪**	**১৯৫**

তথ্যসূত্র: জনসংখ্যা শুমারী, ২০১১। মন্তব্য: নতুন সার্ভে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশিত হবে।

ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য

বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য				
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	**কোথায় অবস্থিত**	**ভবনের সংখ্যা**	**ভবনের ধরন**	**মোট শিক্ষার্থী**
মর্গ্যাণ গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজ	মিন্নাত আলী রোড	৪র্থ, ৩য় তলা ২ টি , ২য় তলা	পাকা	প্রায় ৩২০০ জন
২২, ২৩ নং দেওভোগ আদর্শ বালক-বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	পাক্কা রোড	১ তলা ভবন ২ টি	পাকা	৩০০ জন
১৮, ১৯ নং বাবুরাইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১ নং বাবুরাইল		পাকা	৪৫০ জন
২০, ২১ নং বাবুরাইল ব্যাপারীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	ওবায়েদ উল্লাহ সাহেবের বাড়ীর পশ্চিমে	৩য় তলা ভরন ১ টি	পাকা	৪১৭ জন
দেওভোগ সরকারী বালক-বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়	দেওভোগ	১ তলা ভবন ২ টি	পাকা	২৫৭ জন
মাদ্রাসা সম্পর্কিত তথ্য				
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	**কোথায় অবস্থিত**	**ভবনের সংখ্যা**	**ভবনের ধরন**	**মোট শিক্ষার্থী**
খাজা গরীবে নেওয়াজ সুন্নী মাদ্রাসা	ঈক্কা রোড, খানকা	১য় তলা	পাকা	৩০ জন

	গলি			
হুসাইনা মমতাজিয়া সনকা সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসা	বেপারীপাড়া	১য় তলা		১৬৩
কাদেরিয়া তৈয়বিয়া তাহেরিয়া মাদ্রাসা	ডি আই টি ৪	১য় তলা		১১২
কলেজ সম্পর্কিত তথ্য				
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	**কোথায় অবস্থিত**	**ভবনের সংখ্যা**	**ভবনের ধরন**	**মোট শিক্ষার্থী**
মর্গ্যাণ গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজ	মিন্নাত আলী রোড	৪র্থ, ৩য় তলা ২ টি , ২য় তলা	পাকা	প্রায় ৩২০০ জন

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রাধমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিস, নারায়ণগঞ্জ সদর

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য (মসজিদ, মন্দির, মাজার)

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থানের স্থান	ভবনের ধরণ
বাইতুল শরীফ জামে মসজিদ	আখড়ার মোড়	৩য় তলা
দেওভোগ জামে মসজিদ	দেওভোগ	২য় তলা
হাজী কলিমোল্লা জামে মসজিদ	দেওভোগ পাক্কারোড	৩য় তলা
পাক্কারোড খানকা জামে মসজিদ	পাক্কারোড, খানকা গলি	১ তলা
ডিআইটি জামে মসজিদ	৪ নং ডিআইটি	৪র্থ তলা
পানির ট্যাংকি জামে মসজিদ	পানির ট্যাংকি মোড়	৩য় তলা
ছোনখোলা জামে মসজিদ	ছোনখোলা	২য় তলা
ছনবাগ জামে মসজিদ	তাঁতীপাড়া	১ তলা
বায়তুল ওয়াহিদ জামে মসজিদ	১ নং বাবুরাইল	৩য় তলা
তাঁরা মসজিদ	১ নং বাবুরাইল	৩য় তলা
বাবুরাইল জামে মসজিদ	১ নং বাবুরাইল মোড়	২য় তলা
আজমেরী জামে মসজিদ	২ নং বাবুরাইল	২য় তলা
ব্যাপারীপাড়া মসজিদ	সাবেক কাউন্সিলর ওবায়দুল্লাহ সাহেবের বাড়ী	২য় তলা
মিন্নাতআলী জামে মসজিদ	মর্গ্যাণ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সামনে	২য় তলা
মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মন্ডলপাড়া	২য় তলা
মিন্নাত আলী শাহ মাযার	মর্গ্যাণ গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের সামনে	২য় তলা
২ নং বাবুরাইল মাযার	সাবেক কাউন্সিলর ওবায়দুল্লাহ সাহেবের বাড়ী	১ তলা
১ নং বাবুরাইল মাযার	১ নং বাবুরাইল রোড	১ তলা
ঋষিপাড়া মন্দির	ঋষিপাড়া	১ তলা

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

পুকুর/জলাশয়

মহল্লার নাম	পুকুরের সংখ্যা
এল এন রোড	১ টা, নাজির হোসেন প্রধান এর বাড়ীর সামনে
ডি পি রোড	১ টা, পশ্চিম রোড
১ নং বাবুরাইল	১ টা
তাঁতীপাড়া	১ টা
ছোনখোলা	১ টা
মসজিদ গলি	১ টা বড় পুকুর
খানকা রোড	১ টা

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান/স্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান
বাবুরাইল টু শীতলক্ষ্যা সংযোগ খাল	বাবুরাইল

মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ	মন্ডলপাড়া

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

ব্যাংক/বীমা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান
জনতা ব্যাংক	দেওভোগ

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান প্রধান বাজার/ মার্কেট

মার্কেট/ বাজারের নাম	স্থান	ভবনের বৈশিষ্ট্য
ভুঁইয়া মার্কেট	মিন্নাত আলী রোড	৫ তলা ভবন
দেওভোগ মার্কেট	মিন্নাত আলী রোড	৩ তলা ভবন
সোনার বাংলা মার্কেট	দেওভোগ	১ তলা
১-৪ নং ডিআইটি মার্কেট	ডি আই টি	৩ তলা
জিমখানা মার্কেট	জিমখানা রোড	১ তলা

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

স্থানীয় সংগঠন/ক্লাব

নাম	স্থান	নিজস্ব ভবন/অফিস আছে কি-না	ভবনের ধরন	মোট সদস্য সংখ্যা
দোয়েল সংঘ	দেওভোগ এল এন রোড	না	পাকা, ১ তলা	৬২
উল্লাস সংগঠন	খানকা রোড	হ্যাঁ	ছাপড়া	১৩০
দেওভোগ সমাজ সংগঠন	দেওভোগ	না	নেই	৫০
মানুষের জন্য আমরা	এল এন রোড	না	নেই	৪০
তরুন সংঘ	দেওভোগ	না	নেই	
জাগ্রত সংসদ	দেওভোগ পাম্প	না	নেই	
ন্যাশনাল ক্লাব	আখড়ার মোড়	না	নেই	

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান	ভবনের ধরন	কর্তব্যরত স্টাফ
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ	বঙ্গবন্ধু রোড		
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া) নারায়ণগঞ্জ	বঙ্গবন্ধু রোড		
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিস, নারায়ণগঞ্জ	মন্ডলপাড়া	১ তলা ও ২ তলা ২টি ভবন	৩৬ জন
টি এন্ড টি অফিস	সিরাজ উদ্দৌল্লাহ রোড	৫ তলা	
র‍্যাব অফিস	শায়েস্তা খান রোড	১ তলা	
নারায়ণগঞ্জ প্রধান ডাকঘর	শায়েস্তা খান রোড	৩ তলা	
নারায়ণগঞ্জ থানা	এস এম মালেহ রোড	৩ তলা	
টান বাজার পুলিশ ফাড়ি	পি এম রায় রোড	২ তলা	
বি আই ডব্লিউ টি এ	লঞ্চ ঘাট	৩ তলা	
বি আই ডব্লিউ টি সি	আর কে দাস রোড	২ তলা	

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

অন্যান্য বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য (এনজিও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চ্যারিটি ইত্যাদি)

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান	কার্যক্রম
জিআইজেড	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	মা ও শিশু স্বাস্থ্য
ইউএনডিপি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	নগর উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য
ব্র্যাক	চাষাড়া	শিক্ষা
সেভ দ্য চিলড্রেন	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস
কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি)	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস
সেকায়েফ	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	শিক্ষা
পিএসটিসি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	কিশোরী স্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়ন
মেরীস্টোপ	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	স্বাস্থ্যসেবা
সিপ	জিমখানা	শিক্ষা
জাইকা	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	নগর উন্নয়ন

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

হাসপাতাল/ক্লিনিক

নাম	স্থান	ভবনের ধরন	আনুমানিক রোগী ধারন ক্ষমতা
নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩	পানির ট্যাংকি রোড, দেওভোগ	৩য় তলা	নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩
মাতৃসদন, নারায়ণগঞ্জ	বঙ্গবন্ধ রোড	২য় তলা	মাতৃসদন, নারায়ণগঞ্জ

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

খোলা মাঠ/খালি জায়গার তথ্য

নাম	স্থান	পরিমাণ (আনুমানিক)
পাক্কারোড সরকারী স্কুল মাঠ	দেওভোগ পাক্কা রোড	.৬ একর

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

চলমান সরকারি সহায়তা/ভাতাসমূহ

সহায়তা/ভাতার নাম	উপকারভোগী সংখ্যা	সময়সীমা
পুষ্টি ভাতা/মা ও শিশু ভাতা	৩৯	২ বছর
প্রতিবন্ধী ভাতা	৩০	চলমান
বয়স্ক ভাতা	৭০ (৩০০)	আমৃত্যু পর্যন্ত

তথ্যসূত্র: ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ

সমস্যার ধরণ	আক্রান্ত এলাকা
অগ্নিকান্ড	ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, নাগবাড়ি, বেপারি পাড়া, এল,এন,এ রোড, কৃষ্ণচূড়া ও ডিআইটি জিমখানা
জলাবদ্ধতা	ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, পশ্চিম দেওভোগ, নাগবাড়ি, ১ নং বাবুরাইল, এল,এন,এ রোড, বেপারি পাড়া, বৌবাজার, দেওভোগ পাক্কা রোড ও খানকা গলি ও ডিআইটি জিমখানা
ভূমিকম্প	সমগ্র এলাকা
ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত	সমগ্র এলাকা
এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার	নাগবাড়ি, ঋষিপাড়া, পুরাতন জিমখানা, মোজাদ্দেদী আড়ী হাউজ, চেয়ারম্যান বাড়ি
ময়লার স্তুপ	১ নং বাবুরাইল, ঋষিপাড়া, তারা মসজিদ, জোড়া ব্রিজ, ছনখোলা

সমস্যার ধরণ	আক্রান্ত এলাকা
ঘন বসতি	ঋষিপাড়া, ডিআইটি জিমখানা, বেপারিপাড়া (খোকন মিয়ার বাড়ি সংলগ্ন) এল,এন,এ রোড,
অপর্যাপ্ত ড্রেন	ডিআইটি জিমখানা, দেওভোগ মসজিদ গলি, ঋষিপাড়া,
সরু রাস্তা	ঋষিপাড়া, ডিআইটি জিমখানা, বেপারিপাড়া, পাক্কা রোড

সংযুক্তি-৪: পরিভ্রমণের প্রতিবেদন

পরিভ্রমণের তারিখ-২৭/০২/২০১৮ মঙ্গলবার
পরিভ্রমণ এলাকা ঃ নাগবাড়ী, পানির ট্যাংকি, এল.এন.এ রোড এবং চেয়ারম্যান গলি এলাকা

নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে আমাদের পরিভ্রমণ শুরু করে মোড় ঘুরে হাতের বাম পাশে বাজনা পাড়ার রাস্তাগুলোর পাশে ময়লার স্তুপ করে রাখা হয়েছে। ড্রেনগুলোর ঢাকনা উঠানো। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বায়তুল সালাত জামে মসজিদের রাস্তাগুলোরও একই অবস্থায়। তারপর একটু এগিয়ে পানির ট্যাংকির মোড়। মোড় থেকে হাতের বাম পাশে একটু এগিয়েই ২৩০নং পানির ট্যাংকির মিঠু মিয়ার বাড়ীতে ফাটল দেখতে পেলাম। বাড়িটি খুবই নীচু। অল্প বৃষ্টিতে উক্ত বাড়িসহ সংলগ্ন বাড়িতে পানি ঢুকে যায়। তারপর নাগবাড়ির দিকে ভ্রমণ শুরু করলাম। ড্রেনের ঢাকনাগুলো খোলা, রাস্তাগুলো সংকীর্ণ। বিদ্যুতের তারগুলো ঝুলানো যা দূর্ঘটনা ঘটাতে পারে ব্যাপকভাবে। নাগবাড়ির দিকে এগিয়ে একটু বামদিকে শফি মিয়ার বাড়ির বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে শুনলাম বাড়িতে অগ্নিকান্ড ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ প্রত্যেক ঘরের সাথে লাগানো মাটির চুলা এবং বৈদ্যুতিক তারগুলো খুবই নীচু।

এলাকা পরিভ্রমণ, ১ নং বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ

নাগবাড়ি তিনমাথার মোড়ের রাস্তাটি নীচু এবং বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। মোড় থেকে বামে ভিতরে একটি বড় খেলার মাঠ রয়েছে, যা ১৬ নং ওয়ার্ডের একটি সম্পদ। মাঠের বিপরীত পাশের বাড়িগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং নীচু। বিল্ডিংগুলোর পাশে একটি রিকশার গ্যারেজ, সেখানে নজরুল মিয়ার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম ২০১২ সালে এখানে অগ্নিকান্ড হয়েছিল। কোন মানুষ মারা যায়নি, কিন্তু জিনিসপত্র ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। একটু এগিয়ে নাগবাড়ি মন্দির। তারপর আমরা সেখান থেকে ফিরে যাওয়ার সময় আমরা শাহ সাহেবের পুকুর দেখলাম যার পাশেই ময়লার স্তুপ। পরে আমরা এল,এন,এ রোডে আসলাম। শাকিব আলী মসজিদ থেকে কিছু দূর হেঁটে হাতের ডান পাশে রমজান ও মোহাম্মদ আলীর বাড়ি, ২৪নং এল,এন,এ রোড। বাড়িগুলোতে কারখানা ভাড়া দেয়া। তার সাথেই কবির মিয়ার মোজাদ্দেদী আলীর হাউজ। এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ। খুব সহজেই আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। বাড়িগুলো নীচু হওয়াতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তারপর নাজির প্রধান সাহেবের বিল্ডিং। বিল্ডিং এর সাথেই বিদ্যুতের ট্রান্সমিটার যা বাকানো অবস্থায় বিল্ডিং এর সাথে লাগানো রয়েছে। তারগুলো ঝুলন্ত অবস্থায় থাকায় অগ্নিকান্ডের আশংকা রয়েছে। তারপর ৩০নং এল,এন,এ রোড। নূর ইসলাম ড্রাইভারের বাড়ির মহিলাদের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম। এলাকাটি নীচু হওয়ায় এখানে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাদ্ধতা দেখা দেয়। বাড়িতে ঢোকার রাস্তাতেই ৪/৫ টা ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইন চোখে পড়ল, এ থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে কানন মিয়ার বোনের একটি দোতলা বিল্ডিং। বাড়িটি বসবাসের অযোগ্য। কারণ এর দেয়াল ও ছাদ ফাটলসহ রডগুলো সব বের হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছাদের আস্তর খুলে মানুষের উপর পরে। যেকোন সময় ভূমিকম্পে ভবনটি ধ্বসে পড়বে এবং মানুষ মারা যাবে ও সম্পদের ক্ষতি হবে। পরে আমরা চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। চাচার দোকানের মোড়ের সামনে বিদ্যুতের লাইনের তারগুলি একটি চারতলা বিল্ডিং এর সাথে লাগানো। যা অগ্নিকান্ডের একটি বড় কারণ হতে পারে।

মেয়রের বাড়ি প্লেপেন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পাশে ১৩৮ পুরাতন, নতুন ১৪৭ নূর হোসেন মিয়ার দোতলা বাড়ির দেয়ালে ফাটল দেখলাম। ঐ বাড়ির লোকজন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওখানে বাস করছে। ঐ গলির একটু ভিতরে হোসাইনিয়া মমতাজিয়া মাদ্রাসার মোড়ের ট্রান্সমিটার এর তারগুলোর অবস্থা খুব খারাপ। তারগুলো ঝুলানো। ঐ মোড়ের চায়ের দোকানদার সায়েম এর সাথে কথা বলে জানতে পারলাম ঐ এলাকার রাস্তাগুলো থেকে বাড়িগুলো অনেক নীচু হওয়ায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে দেখলাম ও জানতে পারলাম দর্পন মিয়ার বাড়ির সামনের ম্যানহোলের ঢাকনা প্রায়ই খোলা থাকে। এই বাড়ির লাগোয়া অন্য বাড়িগুলোর সাথে। একটু এগিয়েই ১৯৯নং চেয়ারম্যান বাড়ির ফুলমেহের ভিলা। বাড়িটি খুবই পুরনো। পাশে একটি ডোবা ও ময়লার

স্তুপ। যা জলাবদ্ধতার একটি বিশেষ কারণ। অল্প বৃষ্টিতেই বাড়িগুলোতে পানি জমে যায়। যদি এই ডোবাটি সংস্কার করা যায় তবে এটি ১৬নং ওয়ার্ডের একটি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু ডোবাটি ভরাট করার কথা শোনা গেল, যার ফলে এলাকার ড্রেনেজ ব্যবস্থায় সমস্যা হতে পারে। কৃষ্ণচূড়ার মোড়ে একটি টিনশেড বাড়ি। যা অগ্নিকান্ডের ঝুঁকিতে রয়েছে। চেয়ারম্যান বাড়ির বাইতুন নূর জামে মসজিদটি ১৬নং ওয়ার্ডের একটি সম্পদ। বঙ্গসাথী ক্রীড়া ও সামাজিক সংগঠন, আলী আহাম্মেদ চুনকা বিদ্যালয় এবং শিশুবাগ স্কুলের বড় মাঠটি আমাদের ১৬নং ওয়ার্ডের একটি মূল্যবান সম্পদ। চেয়ারম্যান বাড়ির শেষ মাথা স্কুলের বিপরীতে পাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখলাম। যা বাড়ির বাসিন্দাদের জন্য হুমকি স্বরূপ। পরে আমরা নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দিকে ফিরে আসার সময় মসজিদের ডানপাশে একটু ভিতরে জিওতিন ও আফসু মিয়ার বাড়ির বিদ্যুতের তারগুলো একত্রিত হয়ে আছে, যা থেকে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে। তারপর আমরা ফাতেমা ভিলা ২২১নং বাড়ির ভবনটি পুরো বাঁকা হয়ে আছে। যা ভূমিধ্বসের অন্যতম কারণ হতে পারে বা ভূমিকম্পে ধ্বসে পরতে পারে এবং আশেপাশের বাসিন্দাদের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তারপর আমরা নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে আমাদের পরিভ্রমণ কার্য শেষ করলাম।

এলাকা পরিভ্রমণ, ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ

পরিভ্রমণের তারিখ-২৭/০২/২০১৮ মঙ্গলবার
পরিভ্রমণ এলাকা ঃ বেপারীপাড়া, ছনখোলা, তাঁতীপাড়া

সকাল ১১ ঘটিকায় দলের সকল সদস্য উপরে উল্লেখিত জায়গাগুলো পরিভ্রমণে দেখা যায় যে, ছনখোলাতে কিছু এলোমেলো টিনের ঘর আছে। ঘরগুরো পুরাতন যা ঝুঁকিপূর্ণ। সাথে কিছু রিক্সার গ্যারেজ আছে। রাস্তার পাশে একটি খোলা পুকুর আছে। পুকুরের উপর কয়েকটা ভাসমান বাড়ি আছে যা ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয় এক লোকের সাথে কথা বলে জানতে পারলাম যে, পুকুরটি বেশ কয়েক বছর যাবৎ পরিত্যাক্ত আছে। যার ফলে এলাকার লোকজন ময়লা ফেলার কারণে পুকুরের পানি রাস্তায় উঠে যায়। যা ঐ এলাকার জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ। স্থানীয় আহাম্মদ আলী সাহেব বলেন, পুকুরের মালিক হানিফ মিয়াকে বহুবার বলার পরও জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তাঁতীপাড়া বাবুল সাহেবের বাড়িতে কয়েক বছর আগে বাথরুমের ট্যাংক বিস্ফোরণ হয়ে ৪জন আহত হয়। অদ্যাবধি সে ট্যাংক ঠিক করা হয়নি। বেপারীপাড়াতে একটি খোলা পুকুর আছে। প্রচুর ময়লা আবর্জনা ফেলা হয়। সিটি কর্পোরেশন এলাকার ময়লা আবর্জনা না নেয়ায় বেপারী পাড়া সানরাইজ কোচিং এর পাশে ময়লায় ভরে গেছে। আবর্জনার পঁচা গন্ধে এলাকা দুর্গন্ধে ভরে থাকে। পুকুরটি যেহেতু রাস্তার পাশে তাই রাস্তায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে এলাকার শিশু, বয়স্ক, নারী ও পুরুষরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। এলাকা ঘুরে দুইটি ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি দেখা গেল। যা যে কোন সময় ভেঙ্গে পড়তে পারে। ১টি হল বেপারী পাড়া আক্কাস হাজীর বাড়ি এবং অন্যটি বেপারীপাড়া গিয়াস উদ্দিন এর বাড়ি। বাড়ি ২টি বেপারী পাড়া সমাজ উন্নয়ন সংসদ ও ইসলামী পাঠাগার রোডে অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, পরিভ্রমণ এলাকায় ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। যেটি আমাদের একটি সম্পদ। এছাড়াও ১টি কিন্ডার গার্টেন ও ৩টি মসজিদ আছে। উল্লেখ্য যে, আমাদের দলের জন্য নির্ধারিত এলাকাসমূহের মধ্যে কোন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান নেই।

২০ ও ২১ নং বেপারিপাড়া বালক বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন অপরিচ্ছন্ন পুকুর, নারায়ণগঞ্জ

পরিভ্রমণের তারিখ-২৭/০২/২০১৮ মঙ্গলবার
পরিভ্রমণ এলাকা ঃ ঋষিপাড়া, বৌ-বাজার, তারা মসজিদ ও ১নং বাবুরাইল

পরিভ্রমণের শুরুতে ঋষিপাড়া পুলে প্রবেশ করার সময় পুলের দুইপাশে ময়লার স্তুপ দেখা যায়। প্রবেশ পথে আরও দেখা যায় সেখানকার ঘরগুলো খুব সংযুক্ত। তাছাড়া ড্রেনগুলো খুব সরু। জলাবদ্ধতার সমস্যা সব সময়ে হয়ে থাকে। ঘরের সামনে ময়লা পানির ড্রেন। ড্রেনের নীচ দিয়ে ওয়াসার পানির পাইপ লাইন চলে গেছে। এতে তাদের খাবার পানির অনেক অসুবিধা হয় ও বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়। সারা বছর জলাবদ্ধতার থাকার কারণে মশা, মাছি ও নানা পোকা-মাকড়ের উপদ্রব লক্ষ করা যায়। এছাড়াও অপরিকল্পিতভাবে বৈদ্যুতিক তার রয়েছে। সেখান থেকে যে কোন সময় শর্ট সার্কিট হতে পারে। আমরা ঋষিপাড়া থেকে বের হয়ে বৌবাজার পুলের দিকে রওনা হলাম। বৌবাজার পুলের দুই পাশে বিরাট ময়লার স্তুপ। বাজারের সকল ময়লা পুলের নীচে ফেলা হয়।

ময়লা আর্বজনার স্তুপ, ১নং বাবুরাইল তারা মসজিদ সংলগ্ন, নারায়ণগঞ্জ

দুর্গন্ধ হওয়ার কারণে পথচারীদের চলাচলে বিরাট অসুবিধা হয়। বৌবাজার সংলগ্ন কামাল মিয়ার বাড়ির শেষ প্রান্তে ময়লার স্তুপ রয়েছে। সেখানে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় ময়লা নেওয়ার কোন গাড়ি সেখানে দেয়া হয় নাই। বৌবাজারে বিশেষ পরিচিত ১৬ ফ্লাটের পিছনে নোংরা ড্রেন ও ময়লার স্তুপ রয়েছে। ময়লার সমস্যা বৌবাজার এলাকাবাসীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

বৌবাজার পরিভ্রমণ শেষে তারা মসজিদ গলিতে প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রবেশ করতেই বিদ্যুতের খুটির তারের অবস্থা খুবই এলোমেলো। বাহারী মঞ্জিলের পাশে হোল্ডিং নং ২১৭/১ বাড়িতে সামান্য বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। ঐ রাস্তার অন্যান্য বাড়ির তুলনায় ঐ বাড়ীটি নীচু হওয়াতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। তাছাড়ার ছাত্তার ভিলার বিপরীত পাশে তারখাম্বার অবস্থা একই অবস্থা বিরাজমান। ১নং বাবুরাইল প্রবেশ পথে তারা মসজিদ থেকে বের হলে সততা শপিং সেন্টারের পাশে বিদ্যুতের খুটির তার এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই অবস্থা রয়েছে। ১নং বাবুরাইল এর জোড়া ব্রিজ সংলগ্ন ৬৯নং হোল্ডিং জিগির ইসলামের বাড়ির ময়লার স্তুপ ডোবা রয়েছে। বিল্লাল বাবুর্চীর বাড়ীতে ময়লার স্তুপ ও জলাবদ্ধতার বিরাট সমস্যা রয়েছে। ময়লার দুর্গন্ধে তাদের বসবাসের অনেক অসুবিধা হয়ে থাকে। প্রায় অধিকাংশ বাড়ি জুড়ে একই সমস্যা বিরাজ করে। তাছাড়া ১নং বাবুরাইল গফুর সর্দারের বাড়ির ড্রেন দিয়ে ময়লা পানি প্রবাহিত হচ্ছে। এতে করে দুর্গন্ধ ও যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছে। প্রায় ২ মাস যাবৎ তারা এই সমস্যায় ভুগছে। হোল্ডিং নং ৪৪/৪ হেলাল ও দুলাল আহম্মেদের বাড়িতে প্রায় সারা বছর ড্রেনের পানি জমে থাকে। বাড়ির হোল্ডিং নং ৩৪। তাছাড়াও ১নং বাবুরাইলের মাজারের সাথের গলিতে সুজনের বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে ও অনেক অংশ ভেঙ্গে পড়েছে। এটি ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলহাজ্ব সাহারা মঞ্জিলটি অনেক পুরাতন একটি ভবন। এর কিছু অংশে ফাটল দেখা যায়। এটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হিসাবে বিবেচিত। ১নং বাবুরাইলে ১৮ ও ১৯নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্কুল গেট থেকে বের হতে অসুবিধা হয়। বিদ্যালয়ের সামনে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা না থাকায় অসুবিধা হয়ে থাকে। এভাবেই আমাদের ১নং বাবুরাইল পরিভ্রমণ শেষ হয়।

পরিভ্রমণের তারিখঃ ২৭/০২/২০১৮, মঙ্গলবার
পরিভ্রমণ এলাকাঃ ডি,পি রোড, ২নং বাবুরাইল, দেওভোগ স্কুল গলি, খানকা গলি, দেওভোগ বড় মসজিদ গলি, জিমখানা ও ডিআইটি

ময়লা আর্বজনার স্তুপ, মোবারক শাহ রোড, নারায়ণগঞ্জ

২নং বাবুরাইল মোড়ে অবস্থিত মৃত আব্দুল মালেক সাহেবের দুটি বাড়ি যা অন্যের বাড়ির উপর হেলে পড়েছে। যেকোন সময় বড় ধরনের দূর্ঘটনার আশংকা রয়েছে। আর বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা ডিপিডিসি এর ১ম ভাগে আশ্রাফ উদ্দিন সাহেবের বাড়িটিও খুবই নাজেহাল ঝুঁকিপূর্ণ এবং তাহার অপরদিকে ময়লার স্তুপ। জিমখানা যাওয়ার প্রাক্কালে নির্মাণাধীন লেক ও পার্ক দেখলাম। যাহার দরুন পরিবেশ খুবই মনোরম দেখালো। কিন্তু তাহার নিকটেই ডিআইটিতে অবস্থিত রেলওয়ে কলোনী ও মার্কেটের অবস্থা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়ার আশংকা, সাথে জলাবদ্ধতা, তাহার সাথে মশার উপদ্রব, পরক্ষণে আমরা দেওভোগ বড় জামে মসজিদের পাশেই হাকিম মার্কেট, তাহার পাশের একটি চারতলা ভবন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যেকোন সময় ভবনটি ধ্বসে পড়তে পারে। এখানে বৈদ্যুতিক তার এলোমেলো ও খুঁটির অবস্থা খুবই খারাপ। বড় মসজিদ গলির ভিতরে ময়লার ভাগার যাহা মশা উৎপাদনকারী হিসাবে চিহ্নিত। আমরা বিপ্লব ভাইকে জিজ্ঞেস করলে জলাবদ্ধতার সমস্যা বড় বলে জানায়। খানকা গলিতে ঢুকে দেশ টিভির সাংবাদিক রাকিব ভাই এর কাছ থেকে জানলাম এখানে জলাবদ্ধতা একটি গুরুত্ব সমস্যা, যা অতি দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন। কিছু দূরে অবস্থিত গরীবে নেওয়াজ মাদ্রাসা ঝুঁকিপূর্ণ। কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর দেখলাম যে, হাবীব ভাইয়ের ৪র্থ তলা ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ। তার বাড়ির পাশের বাসায় জলাবদ্ধতা ও ময়লা স্তুপ রয়েছে। অপরদিকে দুটি বাড়ি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তথ্য মতে জানলাম যে বাড়ির মালিক বিদেশে অবস্থানরত।

আমরা দেওভোগ পাক্কা রোড প্রাইমারি স্কুলের ইকবাল ভাইয়ের সাথে কথা বলে জানলাম এবং দেখলাম ড্রেনগুলি ময়লা আবর্জনায় ভরা। তাহা গত ছয়মাসেও পরিস্কার করা হয়নি। যার কারণে জলাবদ্ধতা ও মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসান মুরাদ ভাইয়ের নতুন বাড়ির পাশের রাস্তাটি খুবই সরু ও এখানে সামান্য বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত বিষয়গুলো হতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে বড় ধরনের ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড ঘটলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও মানুষ মারা যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পরিভ্রমণে অংশগ্রহণকারীদের নামঃ

ক্রম	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	মাকসুদা আক্তার	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৮২৪৮৮৪৬১
২.	ফারজানা আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৮২৭২৭২৬০
৩.	সাবাতানি আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬২৩৬৭১২৯৬
৪.	সুনাম আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৭৩১০৬৬৪০
৫.	আলাউদ্দিন মিয়া	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	-
৬.	মণিকা আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৪২৯২৭৫৬৪
৭.	কালু মিয়া	মিশ্রদলের সদস্য	-
৮.	মাসুদ রানা লাল	সহ সদস্য সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৭১৮১৬৭৯১০
৯.	মোঃ ইসহাক হোসেন বাপ্পী	সদস্য সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯৯০২৮০৩৮২
১০.	ত্রিপালী দাস	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	-
১১.	মিনা রাণী দাস	মিশ্রদলের সদস্য	-
১২.	খাদিজাতুল কোবরা	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৫২৮১০৯৯৯
১৩.	মুনিয়া আক্তার	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৩১৪০৮৮৫৭

ক্রম	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১৪.	মোঃ বিপ্লব	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯২৩৮০২৫৭৮
১৫.	মোঃ মাসুদ	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯১৫৮০৭৪৩৫
১৬.	মিথিলা আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৮৮০২৭৭৫০
১৭.	প্রকাশ চন্দ্র	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৪২২৫০৭২৯
১৮.	রবি দাস	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	-
১৯.	আবু সায়েম	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬২৬৪৬৪৫৯৬
২০.	ঝর্ণা মণি	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৯৬৫২৪৩২৩

সংযুক্তি-৫: ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন

ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রশিক্ষণের তারিখ: ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ইউআরএ অরিয়েন্টেশনের বিস্তারিত প্রতিবেদন:

নগর ঝুঁকিহ্রাসে নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও সেবাপ্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে সিপিডি ও সেভ দ্য চিলড্রেন। এরই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১৬ নং ওয়ার্ডে নগর ঝুঁকি নিরূপণ কর্মসূচি পরিচালনার উদ্যোগ নেয় ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। সিপিডি'র কারিগরি সহযোগিতায় গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র-৩, কৃষ্ণচুড়া মোড়, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পঞ্চায়েত, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, নারী ও শিশু প্রতিনিধির ২০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ড পর্যায়ে নগর ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি বিষয়ক কর্মশালা।

এলাকা পরিভ্রমণ, দেওভোগ দক্ষিণ পাড়, নারায়ণগঞ্জ

ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্য সচিব ও ওয়ার্ড সচিব ইসহাক হোসেন বাপ্পী। বিশেষ অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ত্রাণ ও পূণর্বাসন কর্মকর্তা মোঃ রফিকুল ইসলাম মজুমদার। সিপিডি'র সহঃপ্রকল্প সমন্বয়কারী কাজী এনামুল কবিরের পরিচালনায় কর্মশালায় নিতাই চন্দ্র দে, উপ পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ও প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মোঃ ফজলুল হক নগর ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা নগর ঝুঁকি নিরূপণের পুরো কৌশল উপস্থাপন করেন।

কীভাবে মাঠ-পর্যায়ে পরিভ্রমণ (ট্রানজিক্ট ওয়াক), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, আপদের স্তর বিন্যাস চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র তৈরি, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিপদাপন্নতা নিরূপণ, ঝুঁকির কারণ, নিরসনের উপায় এবং ঝুঁকির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাসের একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হবে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

পরবর্তীতে কাজী এনামুল কবির সেশন অনুযায়ী গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে পুরো কৌশল আলোচনা করেন। আলোচনার পর পরবর্তী দুই দিনের মাঠ-পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্য ও আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের নেতৃত্বে নগর ঝুঁকি নিরূপণের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ

ক্রম	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	মাকসুদা আক্তার	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৮২৪৮৮৪৬১
২.	ফারজানা আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৮২৭২৭২৬০
৩.	সাবাতানি আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬২৩৬৭১২৯৬
৪.	সুনাম আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৭৩১০৬৬৪০
৫.	আলাউদ্দিন মিয়া	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	-
৬.	মণিকা আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৪২৯২৭৫৬৪
৭.	কালু মিয়া	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	-
৮.	মাসুদ রানা লাল	সহ সদস্য সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৭১৮১৬৭৯১০
৯.	মোঃ ইসহাক হোসেন বাপ্পী	সদস্য সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯৯০২৮০৩৮২
১০.	ত্রিপালী দাস	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	-
১১.	এমডি জাকারিয়া	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯৩৭৯৪৯৫৩৭
১২.	আব্দুস সাত্তার	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯৮২৭৫০৪৬৬
১৩.	বোরহান উদ্দীন	ওয়াসা প্রতিনিধি, সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৭২০২৫০২০২
১৪.	মোঃ জাকির হোসেন	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯১৩৪৬৩০৪৬
১৫.	ফারুক মহসীন	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৭৫৩৮৯১১৯
১৬.	সুব্রত দাস	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯৫০৮১১৫০০
১৭.	দুর্জয়	সদস্য, শিশু দল, ঋষিপাড়া	০১৮২৬১০৭৭১৫
১৮.	অতিতা	সদস্য, মিশ্র দল, ঋষিপাড়া	০১৬৩৬৭২৪২২০
১৯.	সাধন বাবু	সদস্য, মিশ্র দল, ঋষিপাড়া	০১৬৩৬৭২৪২২০
২০.	মোঃ আজিজুর রহমান	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৭১১০৭২৪১৪
২১.	মিনা রাণী দাস	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	-
২২.	খাদিজাতুল কোবরা	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৫২৮১০৯৯৯
২৩.	মুনিয়া আক্তার	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৩১৪০৮৮৫৭
২৪.	মোঃ বিপ্লব	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯২৩৮০২৫৭৮
২৫.	মোঃ মাসুদ	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯১৫৮০৭৪৩৫
২৬.	মিথিলা আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৮৮০২৭৭৫০
২৭.	প্রকাশ চন্দ্র	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৪২২৫০৭২৯
২৮.	রবি দাস	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	-
২৯.	আবু সায়েম	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬২৬৪৬৪৫৯৬
৩০.	ঝর্ণা মণি	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৯৬৫২৪৩২৩

প্রশিক্ষণে সহায়কদের তালিকাঃ

ক্রম	সহায়কের নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	নিতাই চন্দ্র দে	সহকারি পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	
২.	মোঃ রফিকুল ইসলাম মজুমদার	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ	
৩.	ইসহাক হোসেন বাপ্পী	সদস্য সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	
৪.	মাসুদ রানা লাল	গহ সদস্য সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	
৫.	মোঃ ফজলুল হক	প্রকল্প সমন্বয়কারী, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৬.	কাজী এনামুল কবির	সহঃ প্রকল্প সমন্বয়কারী, সিপিডি	
৭.	সাবরিনা নাজিয়া হক	মনিটরিং অফিসার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৮.	মোঃ সাকিল হোসেন	ফিল্ড অর্গানাইজার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	

সংযুক্তি-৬: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন

শিশু দলের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-১

স্থান ঃ ঋষিপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৬, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ২৭/০২/২০১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট, সকাল ১০:০০ ঘটিকায়
অংশগ্রহণকারী ঃ ঋষিপাড়ার ৬ জন মেয়ে এবং ৬ জন ছেলে।
সহায়তাকারী ঃ ফারজানা আক্তার, রবি দাস, ঝর্ণা মণি, প্রকাশ চন্দ্র ও সানজিদা খানম।

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে ঋষিপাড়া এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, বজ্রপাত ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। আলোচনা থেকে জানা যায় ২০১৭ সালে অক্টোবর ১৫ থেকে ১৭ তারিখ টানা বৃষ্টিতে বেপারিপাড়া, ১ নং বাবুরাইল, ঋষিপাড়া ও পাক্কা রোড এলাকায় হাটু পানি ঘরে ঢুকে, যা নিরসন করতে ৮-১০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। জলাবদ্ধতায় বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা যায়। ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে ঋষিপাড়ার শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

১৬ নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, কৃষ্ণচূড়া ও ডিআইটি জিমখানা ইত্যাদি এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। জলাবদ্ধতার জন্য ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, পশ্চিম দেওভোগ, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, বেপারি পাড়া, বৌবাজার, দেওভোগ পাক্কা রোড ও খানকা গলি ও ডিআইটি জিমখানা ঝুঁকিপূর্ণ। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাই একমত পোষণ করেন।

- ত্রুটিযুক্ত ও এলোমেলো বিদ্যুৎ লাইন
- খাবার পানির সংকট
- ঋষিপাড়া পুলের দু'পাশে ময়লার স্তুপ ফলে দুর্গন্ধে মানুষের চলাচল করতে অসুবিধা হয়
- ঘরগুলো গাদাগাদি করা
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- ড্রেনগুলো খোলা ও সরু
- ড্রেনের নীচ দিয়ে পানির লাইন

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে দলের মতামত:

- ত্রুটিযুক্ত ও এলোমেলো বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন
- খাবার পানির ব্যবস্থা করা (টিউবওয়েল স্থাপন ও ওয়াসার সংযোগ)
- ঋষিপাড়া পুলের দু'পাশে ময়লা নিয়মিত পরিস্কার করা
- রান্নার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য ঋষিপাড়ায় সমন্বিত রান্না ঘর তৈরি করা
- ড্রেন প্রশস্তকরণ ও এর উপর স্লাব নির্মাণ করা

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ সহন শীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ ।

শিশু দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি):

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	শ্রাবণ চন্দ্র দাস	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
২.	শ্রাবণ দাস	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৩.	জিতু দাস	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৪.	হৃদয় দাস	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৫.	অর্পিতা রানী	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৬.	অনির্বাণ দাস	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৭.	ঈশিতা রানী দাস	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৮.	ইতি রানী	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৯.	ঋত্তিক দাস	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
১০.	অনামিকা রানী	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
১১.	শান্তা	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
১২.	স্নিগ্ধা রানী	সদস্য, শিশু দল	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ

বিশেষ কমিউনিটি'র সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-২

স্থান ঃ ঋষিপাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৬, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ২৭/০২/২০১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
অংশগ্রহণকারী ঃ ঋষিপাড়ার বিশেষ সম্প্রদায়ের ৯ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ।
সহায়তাকারী ঃ আবু সায়েম, মণিকা আক্তার, কালু মিয়া, ত্রিপলী দাস ও মিনা রাণী দাস

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে ঋষিপাড়া এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত ও এলাকার সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। আলোচনা থেকে জানা যায় ২০১৭ সালে অক্টোবর ১৫ থেকে ১৭ তারিখ টানা বৃষ্টিতে বেপারিপাড়া, ১ নং বাবুরাইল, ঋষিপাড়া ও পাক্কা রোড এলাকায় হাটু পানি ঘরে ঢুকে, যা নিরসন করতে ৮-১০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। জলাবদ্ধতায় বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা যায়। ভূমিকম্প ও বজ্রপাতে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

১৬ নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, কৃষ্ণচূড়া ও ডিআইটি জিমখানা ইত্যাদি এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। জলাবদ্ধতার জন্য ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, পশ্চিম দেওভোগ, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, বেপারি পাড়া, বৌবাজার, দেওভোগ পাক্কা রোড ও খানকা গলি ও ডিআইটি জিমখানা ঝুঁকিপূর্ণ। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাই একমত পোষণ করেন।

- ত্রুটিযুক্ত ও এলোমেলো বিদ্যুৎ লাইন
- খাবার পানির সংকট
- ঋষিপাড়া পুলের দু'পাশে ময়লার স্তুপ ফলে দুর্গন্ধে মানুষের চলাচল করতে অসুবিধা হয়
- ঘরগুলো গাদাগাদি করা
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- ড্রেনগুলো খোলা ও সরু
- ড্রেনের নীচ দিয়ে পানির লাইন

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে দলের মতামত:

- ত্রুটিযুক্ত ও এলোমেলো বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন
- খাবার পানির ব্যবস্থা করা (টিউবওয়েল স্থাপন ও ওয়াসার সংযোগ)
- ঋষিপাড়া পুলের দু'পাশে ময়লা নিয়মিত পরিস্কার করা
- রান্নার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য ঋষিপাড়ায় সমন্বিত রান্না ঘর তৈরি করা
- ড্রেন প্রশস্তকরণ ও এর উপর স্লাব নির্মাণ করা

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

বিশেষ কমিউনিটি দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি) :

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	সবিতা রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
২.	ববিতা রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৩.	উষা রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৪.	শ্যামলা রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৫.	জোসনা রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৬.	বাসনা রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৭.	গোলাপী রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৮.	সুচিত্রা রাণী	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৯.	ফুলমতি	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
১০.	অদিত্য দাস	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
১১.	নারায়ণ দাস	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
১২.	সুব্রত দাস	বিশেষ কমিউনিটি	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ

বয়স্ক দলের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-৩

স্থান ঃ এল, এন, এ রোড, ওয়ার্ড নং- ১৬, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ২৭/০২/২০১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট, বেলা ৩ ঘটিকায়
অংশগ্রহণকারী ঃ এল, এন, এ রোডের ৪ জন নারী এবং ৭ জন পুরুষ।
সহায়তাকারী ঃ মোঃ ইসহাক হোসেন বাপ্পী, সাবরিনা নাজিয়া হক, মাকসুদা আক্তার, আলাউদ্দিন ও সুনাম।

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে এল, এন, এ রোড, দেওভোগ এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

২০০৩ সালের ২৮ শে রমজান ও ২০১৪ সালের মাঝামাঝি ঝুটের গোডাউনে এবং ২০১৭ সালে দুটি বস্তি ঘরে অগ্নিকান্ড ঘটে যাতে অনেক ক্ষতি সাধন হয় এবং ২ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২০১৭ সালের শেষে সিলিন্ডার গ্যাস বিস্ফোরণে এল.এন. রোডে ১ জন মারা যায়। এছাড়া, ২০১৫ সালের ২৯ শে রমজান প্রচন্ড কম্পন অনুভূত হয় এবং ২০১৭ সালের মাঝামাঝিতে ভোর ৪.০০ ঘটিকায় প্রচন্ড কম্পন অনুভূত হয়। বৌ বাজার এলাকার সামসুল হকের বাড়ি ২০১৭ সালে ভূমিকম্পের কারণে ভবন ধ্বস হয়েছে। ১নং বাবুরাইল এলাকায় দিদার মিয়ার বাড়িতে ভবন ধ্বসে একজন শিশু মারা যায়। গত বছর অক্টোবর ১৫ থেকে ১৭ তারিখ টানা বৃষ্টিতে হাটু পানি ঘরে ঢুকে, যা নিরসন করতে ৮-১০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। প্রতি বছর সাময়িক জলাবদ্ধতার কারণে শিশুদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়, বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দেয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় ২ মাস ধরে ঘরে পানি ছিল যার ফলে ব্যাপকভাবে সম্পদের ক্ষতি জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।

১৬ নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, কৃষ্ণচূড়া ও ডিআইটি জিমখানা ইত্যাদি এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। জলাবদ্ধতার জন্য ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, পশ্চিম দেওভোগ, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, বেপারি পাড়া, বৌবাজার, দেওভোগ পাক্কা রোড ও খানকা গলি ও ডিআইটি জিমখানা ঝুঁকিপূর্ণ। ঘূণিঝড় ও বজ্রপাতের জন্য ওয়ার্ডের সকল স্থান ঝুঁকিপূর্ণ। কেআইআই'তে অংগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে ওয়ার্ড এর নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ তুলে ধরা হল:

- ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন ও মিটার
- এলাকায় রির্জাভ পানির ব্যবস্থা না থাকা
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি
- আবাসিক এলাকায় হুশিয়ারি ও গোডাউন
- খোলা ড্রেন
- খোলা/ উন্মুক্ত স্থান না থাকা
- রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি
- পর্যাপ্ত বৃক্ষের অভাব
- এলএনএ রোডে ট্রান্সফরমার ভবনের সাথে লাগানো ও তার এলোমেলো
- এলএনএ রোডে ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইন

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে কেআইআইতে অংগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের মতামত:

- এলাকায় ক্রটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন ও মিটার সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন করা। এলএনএ রোডের ট্রান্সফরমার নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা।
- রিজার্ভ পানির ব্যবস্থা করা।
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি প্রশস্ত ও মেরামত করা।
- আবাসিক এলাকার হুশিয়ারি ও ঝুটের গোডাউনে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রাখা।
- ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ করা।
- ২ নং রেলগেট এলাকায় ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ করা।
- এলএনএ রোডের ক্রটিপূর্ণ গ্যাস লাইন মেরামত করা।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা।

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ সহরশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ

বয়স্ক দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি):

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	আঃ সাত্তার বেপারী	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
২.	মোঃ দীন ইসলাম	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৩.	আবদুল খালেক	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৪.	কালাম শিকদার	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৫.	আবু তাহের	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৬.	আরশেদ আলী	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৭.	নাজমা আক্তার	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৮.	রহিমা বেগম	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৯.	সেনোয়ারা বেগম	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
১০.	মেহেনূর বেগম	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
১১.	কানু মন্ডল	সদস্য, বয়স্ক দল	এল, এন, এ রোড, নারায়ণগঞ্জ

নারী দলের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-৪

স্থান ঃ ডিআইটি, জিমখানা ওয়ার্ড নং- ১৬, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ২৭/০২/২০১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
অংশগ্রহণকারী ঃ ডিআইটি, জিমখানার ১০ জন নারী
সহায়তাকারী ঃ মুনিয়া আক্তার, মিথিলা, খাদিজাতুল কোবরা, মাসুদ রানা, বিপ্লব হোসেন

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে ডিআইটি, জিমখানা এলাকার অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ভবনধস, ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ২০১৭ সালে পুরাতন জিমখানার দুটি বস্তি ঘরে অগ্নিকান্ড ঘটে যাতে অনেক ক্ষতি সাধন হয় এবং ২ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২০১৬ সালে পুরাতন জিমখানা গ্যাস পাইপে সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। । এছাড়াও ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় অত্র এলাকায় ২ মাস ধরে ঘরে পানি ছিল যার ফলে ব্যাপকভাবে সম্পদের ক্ষতি জনজীবন বিপর্যস্ত হয় ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা যায়।

১৬ নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, কৃষ্ণচূড়া ও ডিআইটি জিমখানা ইত্যাদি এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। জলাবদ্ধতার জন্য ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, পশ্চিম দেওভোগ, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, বেপারি পাড়া, বৌবাজার, দেওভোগ পাক্কা রোড ও খানকা গলি ও ডিআইটি জিমখানা ঝুঁকিপূর্ণ। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাই একমত পোষণ করেন।

- ত্রুটিযুক্ত ও এলোমেলা বিদ্যুৎ লাইন
- খাবার পানির সংকট
- ঘরগুলো গাদাগাদি করা
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- ড্রেনগুলো খোলা ও সরু
- রাস্তা সরু ও নীচু

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে দলের মতামত:

- ত্রুটিযুক্ত ও এলোমেলা বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন
- খাবার পানির ব্যবস্থা করা (টিউবওয়েল স্থাপন ও ওয়াসার সংযোগ)
- রান্নার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য ঋষিপাড়ায় সমন্বিত রান্না ঘর তৈরি করা
- ড্রেন প্রশস্তকরণ ও এর উপর স্লাব নির্মাণ করা
- রাস্তা প্রশস্ত ও উঁচু করা

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

নারী দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি):

ক্রম	নাম	পেশা	ঠিকানা
১.	তাজু বেগম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
২.	আছিরন বেগম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৩.	জরিনা বেগম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৪.	আম্বিয়া	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৫.	জোলেখা বেগম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৬.	সালমা আক্তার ডালিম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৭.	আয়শা বেগম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৮.	নাসিমা বেগম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৯.	হাজেরা বেগম	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
১০.	মাসুদা	সদস্য, নারী দল	ডিআইটি, জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ

সংযুক্তি-৭: কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)-এর প্রতিবেদন:

তারিখঃ ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
সময়ঃ প্রত্যেক জনের সহিত প্রায় ১ ঘন্টা

সহায়তাকারীঃ কাজী এনামুল কবীর, মোঃ হসহাক হোসেন বাপ্পী, সানজিদা খানম, মাসুদ রানা লাল, আবু সায়েম, সাবরিনা নাজিয়া হক ও মুনিয়া আক্তার।

বিষয়বস্তুঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্যঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ কেআইআই এর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সকলের আলোচনায় বিগত দশ বছরে ওয়ার্ড এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাাত ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ১৬ নং ওয়ার্ড এর বেশীরভাগ স্থান ঘনবসতি ও ব্যবসার এলাকা হওয়ায় ১০ বৎসরে অন্তত ৬ টি ছোট বড় অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটে। ২০০৩ সালের ২৮ শে রমজান ও ২০১৪ সালের মাঝামাঝি ঝুটের গোডাউনে এবং ২০১৭ সালে দুটি বস্তি ঘরে অগ্নিকান্ড ঘটে যাতে অনেক ক্ষতি সাধন হয় এবং ২ জনের প্রাণহানি ঘটে। ২০১৬ সালে গ্যাস পাইপে সিগারেটের আগুন থেকে অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়। তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ২০১৭ সালের শেষে সিলিন্ডার গ্যাস বিস্ফোরণে এল.এন. রোডে ১ জন মারা যায়। এছাড়া, ২০১৫ সালের ২৯ শে রমজান প্রচন্ড কম্পন অনুভূত হয় এবং ২০১৭ সালের মাঝামাঝিতে ভোর ৪.০০ ঘটিকায় প্রচন্ড কম্পন অনুভূত হয়। বৌ বাজার এলাকার সামসুল হকের বাড়ি ২০১৭ সালে ভূমিকম্পের কারণে ভবন ধ্বস হয়েছে। ১নং বাবুরাইল এলাকায় দিদার মিয়ার বাড়িতে ভবন ধ্বসে একজন শিশু মারা যায়। গত বছর অক্টোবর ১৫ থেকে ১৭ তারিখ টানা বৃষ্টিতে হাটু পানি ঘরে ঢুকে, যা নিরসন করতে ৮-১০ দিন পর্যন্ত সময় লাগে। প্রতি বছর সাময়িক জলাবদ্ধতার কারণে শিশুদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়, বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই দেখা দেয়। ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালের বন্যায় ২ মাস ধরে ঘরে পানি ছিল যার ফলে ব্যাপকভাবে সম্পদের ক্ষতি জনজীবন বিপর্যস্ত হয়।

১৬ নং ওয়ার্ডের ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, কৃষ্ণচূড়া ও ডিআইটি জিমখানা ইত্যাদি এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। জলাবদ্ধতার জন্য ঋষিপাড়া, ছনখোলা, তাঁতিপাড়া, পশ্চিম দেওভোগ, নাগবাড়ি, এল,এন,এ রোড, বেপারি পাড়া, বৌবাজার, দেওভোগ পাক্কা রোড ও খানকা গলি ও ডিআইটি জিমখানা ঝুঁকিপূর্ণ। ঘূণিঝড় ও বজ্রপাতের জন্য ওয়ার্ডের সকল স্থান ঝুঁকিপূর্ণ। কেআইআই'তে অংগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে ওয়ার্ড এর নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ তুলে ধরা হল:

- ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন ও মিটার
- বৌবাজার ও ঋষিপাড়া পুলের দু'পাশে ময়লার স্তুপ। দুর্গন্ধে মানুষের চলাচল করতে অসুবিধা হয়।
- এলাকায় রির্জাভ পানির ব্যবস্থা না থাকা
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- আবাসিক এলাকায় হুশিয়ারি ও গোডাউন
- খোলা ড্রেন
- খোলা/ উন্মুক্ত স্থান না থাকা
- রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি
- পর্যাপ্ত বৃক্ষের অভাব
- এলএনএ রোডে ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইন
- এলএনএ রোডে ট্রান্সফরমার ভবনের সাথে লাগানো ও তার এলোমেলো

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে কেআইআইতে অংগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের মতামত:

- এলাকায় ক্রটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন ও মিটার সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন করা। এলএনএ রোডের ট্রান্সফরমার নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা।
- বৌবাজার ও ঋষিপাড়া পুলের দু'পাশে ময়লা নিয়মিত পরিস্কার করা।
- রিজার্ভ পানির ব্যবস্থা করা।
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি প্রশস্ত ও মেরামত করা।
- রান্নার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য ঋষিপাড়া ও জিমখানা এলাকায় সমন্বিত রান্না ঘর তৈরি করা।
- আবাসিক এলাকার হুশিয়ারি ও ঝুটের গোডাউনে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রাখা।
- ড্রেনের উপর স্লব নির্মাণ করা।
- ২ নং রেলগেট এলাকায় ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ করা।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করা।
- এলএনএ রোডের ক্রটিপূর্ণ গ্যাস লাইন মেরামত করা।

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

যাদের সাথে কেআইআই করা হয়েছেঃ

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	ইসহাক হোসেন বাপ্পী	ওয়ার্ড সচিব	১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
২.	অশীষ কুমার দাস	ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	২১ নং বালক সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
৩.	মেঃ মঈনুল ইসলাম	নগর পরিকল্পনাবিদ	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
৪.	খাদিজা	যুবা দলের সদস্য	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ
৫.	আলাউদ্দিন মিয়া	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ
৬.	আনু বিবি	বয়স্ক নারী	তাঁতীপাড়া, নারায়ণগঞ্জ
৭.	আহম্মেদ আলী	বয়স্ক পুরুষ	এল এন এ রোড, নারায়ণগঞ্জ
৮.	অনির্বান দাস	শিশু দলের সদস্য	ঋষিপাড়া, নারায়ণগঞ্জ

সংযুক্তি-৮: পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

জরিপের তারিখ: ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ক্রমিক	বাড়ি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বিপদাপন্নতার বিষয়সমূহ	প্রধানের নাম
১.	মিঠু মিয়ার বাড়ী, ২৩০/৩, পানির ট্রাংকি মোড়, নারায়ণগঞ্জ	➢ বড় ফাটল ➢ নিচু কারখানা	মিঠু মিয়া
২.	খোকন মিয়ার বাড়ি, নাগবাড়ি	➢ ঘন বসতি ➢ বৈদ্যুতিক লাইন এলোমেলো	খোকন মিয়া
৩.	শফি মিয়ার বাড়ি, নাগবাড়ি	➢ নিচু এলাকা ➢ এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার	শফি মিয়া
৪.	মির্জা ভিলার পিছনের বাড়ি, নাগবাড়ি	➢ নিচু ভবন ➢ পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা নাই	মির্জা সাহেব
৫.	২৪ নং এলএনএ রোড,	➢ ঘন বসতি ➢ কারখানা ভূমি ধসের আশঙ্কা	বরজান
৬.	মুজাদ্দেদী আড়ী হাউস	➢ কারখানানগুলো খুবই নিচু ➢ এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার	কবির মিয়া
৭.	নুরু ইসলাম ড্রাইভারের বাড়ি, ৩০ নং এলএনএ রোড	➢ গ্যাসলাইনের ত্রুটি ➢ এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার ➢ পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা নাই	নুর ইসলাম
৮.	নাজির প্রধানের বাড়ি, এলএনএ রোড	➢ ট্রান্সমিটার বাকানো ➢ বৈদ্যুতিক তার ঝুলানো	নাজির প্রধান
৯.	কানন মিয়ার বোনের বাড়ি, এলএনএ রোড	➢ অবকাঠামোগত সমস্যা ➢ ভূমি ধসের সম্ভাবনা	
১০.	১৪৭ নং চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ দেয়ালে ফাটল ➢ ভূমি ধসের সম্ভাবনা	নুর হোসেন
১১.	হোসাইনিয়া মমতাজিয়া মাদ্রাসার মোড়, চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ ট্রান্সমিটারের তার ঝুলানো	
১২.	দর্পন মিয়ার বাড়ি, চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ ঘনবসতি ➢ এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার	দর্পন মিয়া
১৩.	১৯৯ নং, ফুল মেহের ভিলা, চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ পুরানো বাড়ি ➢ ভূমি ধসের সম্ভাবনা	ফুলমেহের
১৪.	২১৯ নং ফাতেমা বেগমের বাড়ি, চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ ভবনে ফাটল	ফাতেমা বেগম
১৫.	মনির খানের বাড়ি, চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ দালানে ফাটল ➢ ভূমি ধসের সম্ভাবনা	মনির খান
১৬.	মোফাজ্জল হোসেন, চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ কারখানার ঘরগুলো লাগানো ➢ ভবনে ফাটল	মোফাজ্জল হোসেন
১৭.	জিওতিন ও আফছুমিয়ার বাড়ি, চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ বৈদ্যুতিক তারের সমস্যা	জিওতিন ও আফছু
১৮.	ফাতেমা ভিলা, ২২১ নং চেয়ারম্যান বাড়ি	➢ দালান বাকানো ➢ ভূমি ধসের সম্ভাবনা	মোঃ শাহাব উদ্দিন সালাউদ্দিন টিপু

ক্রমিক	বাড়ি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বিপদাপন্নতার বিষয়সমূহ	প্রধানের নাম
১৯.	আব্বাস হাজির বাড়ি, বেপারী পাড়া (সমাজ উন্নয়ন সংঘ রোড)	➢ বাড়িটি অনেক পুরানো	আব্বাস হাজি
২০.	গিয়াসউদ্দিন বেপারী পাড়া (সমাজ উন্নয়ন সংঘের রোড)	➢ বাড়িটি অনেক পুরানো	গিয়াসউদ্দিন
২১.	বেপারী পাড়া	➢ ছানশেড ভাঙ্গা ➢ বিল্ডিং এর আস্তর খসে পড়েছে	মরহুম আক্কাস আলি
২২.	১ নং বাবুরাইল মাজার গলি	➢ বিল্ডিং এর অনেকাংশে ফাটল	সুজন মিয়া
২৩.	১ নং বাবুরাইল, দুদু ভিলা	➢ ঝুকিপূর্ণ ভবন	জলিল ডাক্তার
২৪.	১ নং বাবুরাইল, সাহারা মঞ্জিল	➢ ভবনে ফাটল	সাহারা
২৫.	ঋষিপাড়া	➢ ভবনগুলো সংযুক্ত ➢ অগ্নিকান্ডের জন্য ঝুকি	
২৬.	২নং বাবুরাইল, খানকা সংলগ্ন, ১৩২/২ নং বাড়ি	➢ ভবনটি দেবে যাচ্ছে	হেলেক সরদার
২৭.	১৩২/৭ নং বাড়ির পাশে, ২ নং বাবুরাইল	➢ বৈদ্যুতিক খুটি	শুক্কুর আলি
২৮.	২নং বাবুরাইল, ৮৫ নং বাড়ি	➢ জলাবদ্ধতার সৃষ্টি	শাবানা
২৯.	৬৭ নং বাড়ি সংলগ্ন, আতাউর সাহেবের বাড়ি, ২ নং বাবুরাইল	➢ ঝুকিপূর্ণ বাড়ি	আতাউর রহমান
৩০.	৫৫ নং বাড়ি, তৃতীয় তলা, ২ নং বাবুরাইল	➢ ভবনটি ঝুকিপূর্ণ	নাছির মিয়া
৩১.	৬২ নং আলমাস সাহেবের বাড়ি, ২ নং বাবুরাইল	➢ ভবনে ফাটল	আলমাস
৩২.	২৫ নং মালেক সাহেবের বাড়ি, ২ নং বাবুরাইল	➢ ভবনটি হেলে পড়েছে	মোঃ মালেক
৩৩.	৫০ নং বাড়ি, ২ নং বাবুরাইল	➢ ঝুকিপূর্ণ ভবন	হারুন
৩৪.	আশরাফ সাহেবের বাড়ি, ১২ নং বাড়ি, ২ নং বাবুরাইল	➢ খুবই ঝুকিপূর্ণ ভবন	আশরাফ
৩৫.	৮ নং বাড়ি, ২ নং বাবুরাইল	➢ ভবনে ফাটল	শাহাদাত হোসেন
৩৬.	ডি,আই,টি মার্কেট, রেলওয়ে	➢ ফাটল ও ঝুকিপূর্ণ	রেলওয়ে মার্কেট
৩৭.	দেওভোগ হাকিম, মার্কেট	➢ ভবনে ফাটল	মৃত. হাকিম
৩৮.	দেওভোগ, খানকা রোড,	➢ ভবনে ফাটল	
৩৯.	দেওভোগ, পাক্কা রোড	➢ সরু রাস্তা	হারুন
৪০.	দেওভোগ, মসজিদ গলি	➢ ড্রেনেজ ব্যবস্থা নাই	হাসান

পুরাতন ভবন, দেয়ালে ফাটল ও পলিস্তেরা খসে পড়েছে, মোবারকশাহ রোড

ছাদের পলিস্তেরা খসে পড়েছে, বেপারিপাড়া

পুরাতন ও জীর্ণ ভবন, এলএনএ রোড

জীর্ণ ও ঝুঁকপূর্ণ ভবন

সংযুক্তি-৯: ওয়ার্ড পর্যায়ে বৈধকরণ কর্মশালার প্রতিবেদন

বৈধকরণ কর্মশালা আয়োজনের তারিখ: ০৫-০৭-২০১৮ ইং
বৈধকরণ কর্মশালার বিস্তারিত প্রতিবেদন: বৈধকরণ কর্মশালা, নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জ নগরীকে একটি দুর্যোগ সহনশীল নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের প্রতিটি আপদ চিহ্নিত করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের চিঠির আলোকে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা করছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ও সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহায়তায় ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ দুই (২) দিনব্যাপী ওয়ার্ডে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও কর্ম-পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা ৫ জুলাই, ২০১৮ ইং তারিখে নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পশ্চিম দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ নাজমুল আলম, কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা বৈধকরণ সভায় মাঠ-পর্যায় হতে প্রাপ্ত সকল তথ্য ও প্রক্রিয়া বিস্তারিত উপস্থাপন করেন ওয়ার্ড সচিব জনাব মোঃ ইসহাক হোসেন বাপ্পী। পরে এ বিষয়ে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী মতামত প্রদান করেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়া, উপস্থিত সদস্যদের সচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

সবশেষে সভার সভাপতি মোঃ নাজমুল আলম, কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ডবাসীর সহযোগিতা চেয়ে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্ঠায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বৈধকরণ সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা:

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	আশীষ কুমার দাস	প্রধান শিক্ষক	০১৭২৪৮১৭৯৬৩
২.	মোঃ ইসহাক হোসেন	ওয়ার্ড সচিব-১৬	০১৯৯০২৮০৩৮২
৩.	নাজমুল হাসান	মিশ্র দলের সদস্য	০১৬৭২০৬৬৯৩৬
৪.	নারায়ণ	কমিউনিটির প্রতিনিধি	০১৮৪৩৪৪২৩৮৯
৫.	তিপালী রাণী	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	
৬.	শিরীন আক্তার	সহকারী শিক্ষক	০১৬২৮৬৯৬০৫৫
৭.	খাদিজাতুল কোবরা	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৫২৮১০৯৯৯
৮.	হাজেরা বেগম	নারী সদস্য	০১৭২৭৭১৫০৭৩
৯.	শিপ্রা সরকার	সহকারী শিক্ষক	০১৫৫২৪৬৭২৩১
১০.	আনজুমানারা	সহকারী শিক্ষক	০১৯৩০৫৬৪৩৪৪
১১.	মোঃ শাহাদাত হোসেন	ওয়ার্ড মাস্টার	০১৭১৫৩৭৩৯২২
১২.	রবি দাস	মিশ্র দলের সদস্য	
১৩.	সোনিয়া		০১৯৩৯৫১৫৩৭৪
১৪.	মিনা রাণী দাস	মিশ্র দলের সদস্য	
১৫.	আব্দুর ছাত্তার		
১৬.	আলাউদ্দিন মিয়া	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	
১৭.	সাইরা	শিক্ষক	০১৬৭২৪৭৪৭৫৫

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১৮.	আম্বিয়া		০১৯১৮৪৬৩০৪৬
১৯.	আবু সায়েম	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬২৬৪৬৪৫৯৬
২০.	বোরহান উদ্দিন		০১৭২০২৫০২০২
২১.	শওকতআরা	প্রধান শিক্ষক	০১৭১৮৩০১৮২৫
২২.	আক্তারুজ্জামান	সভাপতি, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৮১৯৫০৩৭০৬
২৩.	মাসুদ রানা	এফএসসিডি	০১৮৭৪০০০৬৫৬
২৪.	রামকৃষ্ণ চন্দ্র	লেকচারার	০১৬৭৫৪১৯৩৫১
২৫.	রফিকুল ইসলাম	ব্যবসা	০১৯২৭৮৮৭৮৯
২৬.	ফারুক মহসিন	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৭৫৩৮৯১১৯
২৭.	মুনিয়া	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৩১৪০৮৮৫৭
২৮.	মাকসুদা আক্তার	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৬৮২৪৮৮৪৬১
২৯.	শান্তা রাণী দাস		০১৯১৩৪৬৩০৪৬
৩০.	মোঃ জাকির হোসাইন	এফএস. প্িএমসিসি	
৩১.	মোঃ আলম		০১৯১৫৮০৭৪৩৫
৩২.	মোঃ মাসুদ রানা	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৯৬৫২৪৩২৩
৩৩.	তারানা মনি জয়া	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৭৩১০৬৬৪০
৩৪.	সুনাম	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	
৩৫.	শেখ মুস্তফা আলী	মেডিকেল অফিসার	০১৭১১০৭২৪১৪
৩৬.	মোঃ আজিজুল রহমান	এটিও	০১৯২২৫৯৮৬৮৪
৩৭.	ডাঃ মুজাম্মেল	চিকিৎসক	০১৯১৫৩৮২৩৪৯
৩৮.	মোঃ মনির		০১৯২৮৩৫০২৫৬
৩৯.	মোঃ মেহেদী হাসান	ঠিকাদার	

সংযুক্তি-১০: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

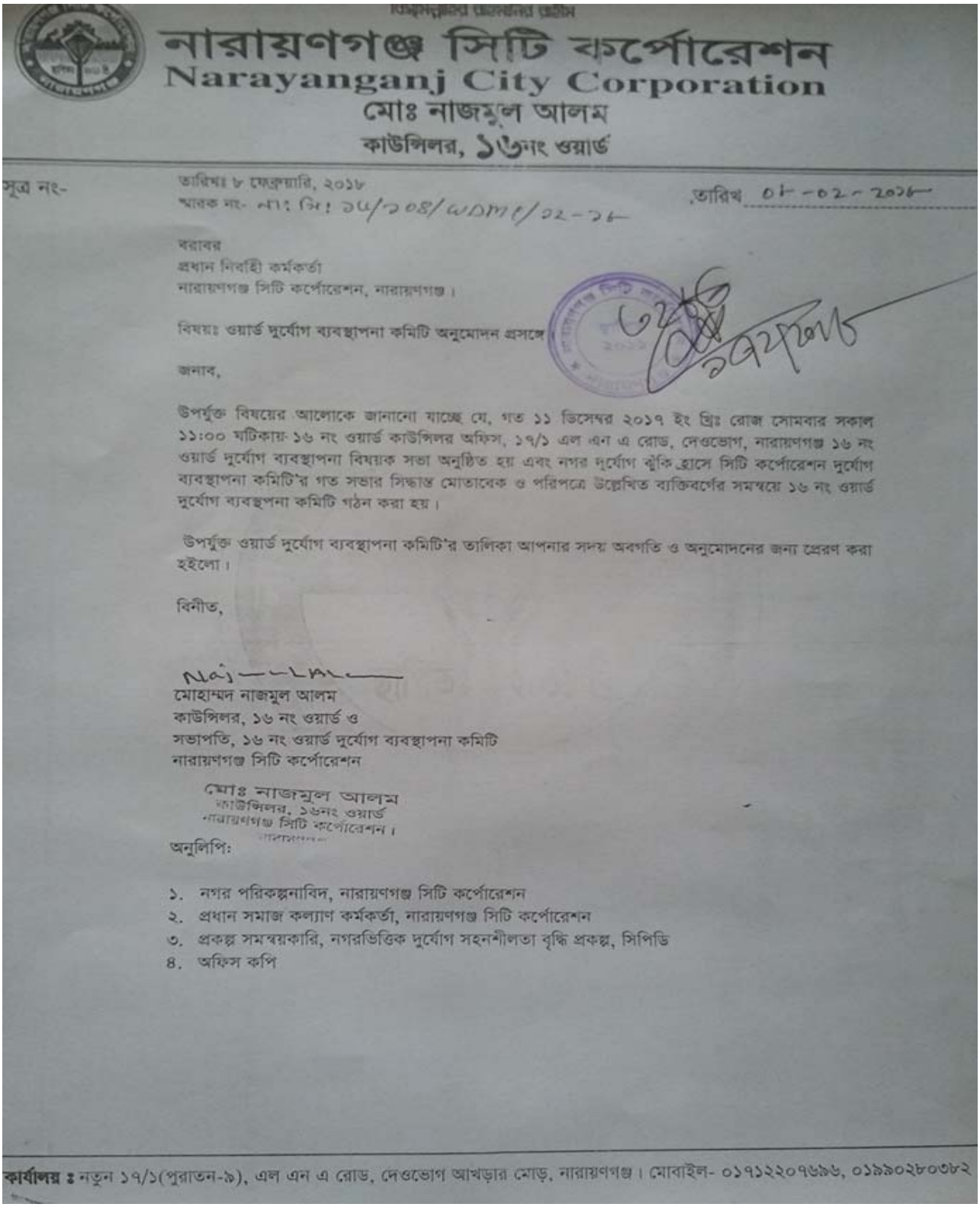

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
Narayanganj City Corporation

মোঃ নাজমুল আলম

কাউন্সিলর, ১৬নং ওয়ার্ড

সূত্র নং-

তারিখঃ ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

স্মারক নং- না: সি: ১৬/১০৪/WDMC/০২-১৮

তারিখ ০৮-০২-২০১৮

বরাবর
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়ঃ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদন প্রসঙ্গে

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৭ ইং খ্রিঃ রোজ সোমবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, ১৭/১ এল এন এ রোড, দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ও পরিপত্রে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কমিটি গঠন করা হয়।

উপর্যুক্ত ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র তালিকা আপনার সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইলো।

বিনীত,

মোহাম্মদ নাজমুল আলম
কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড ও
সভাপতি, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

মোঃ নাজমুল আলম
কাউন্সিলর, ১৬নং ওয়ার্ড
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

অনুলিপিঃ

১. নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
২. প্রধান সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
৩. প্রকল্প সমন্বয়কারি, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি
৪. অফিস কপি

কার্যালয় ঃ নতুন ১৭/১(পুরাতন-৯), এল এন এ রোড, দেওভোগ আখড়ার মোড়, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল- ০১৭১২২০৭৬৯৬, ০১৯৯০২৮০৩৮২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
Narayanganj City Corporation

মোঃ নাজমুল আলম
কাউন্সিলর, ১৬নং ওয়ার্ড

ব্র নং- না:সি: ১৬/২০৪/wdmc/12-১৬ তারিখ ০৮-০২-২০১৬

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	বিভাগ/সংস্থার নাম	কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং
১.	মোঃ নাজমুল আলম	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	১৬ নং ওয়ার্ড, নাসিক	সভাপতি	০১৭১২২০৭৬৯৬
২.	আফসানা আফরোজ বিভা	কাউন্সিলর (সংরক্ষিত)	১৬,১৭,১৮ নং ওয়ার্ড, নাসিক	সহ-সভাপতি	০১৮১৮২৭৯৭১৩
৩.	মোস্তফা মাহমুদ	ওয়ার্ড সুপারভাইজার	ডেসা, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৯১৪৯৪২০২২
৪.	ফজিলা খাতুন	এস এ ই	ঢাকা ওয়াসা, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৭৪৫৩৯৪১১৫
৫.	এস এম হাসান শাহরিয়ার	প্রকৌশলী	তিতাস	সদস্য	০১৭১৫৪২১৬৪৮
৬.	মোঃ জাকির হোসেন	ফিল্ড সুপার ভাইজার	নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র	সদস্য	০১৭১৮৪১৮৬১৩
৭.	মোঃ জাকারিয়া	ওয়ার্ড লিডার	আনসার ও ভিডিপি'র প্রতিনিধি	সদস্য	০১৯৩৭৯৪৯৫৩৭
৮.	মাওঃ আইয়ুব আলী	ধর্মীয় নেতা	ঈমাম, বায়তুল শরীফ জামে মসঃ	সদস্য	০১৭১৪৪৯৭৯০৪
৯.	মাওঃ মহিউদ্দিন হামিদী	ধর্মীয় নেতা	ঈমাম, দেওভোগ বড় জামে মসঃ	সদস্য	০১৭১৪২৮৭৬৬৬
১০.	ফারুক মহসিন	স্বনামধন্য ব্যক্তি	স্থানীয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব	সদস্য	০১৬৭৫৩৮৯১১৯
১১.	শওকত আরা	শিক্ষক	২৩ নং দেওভোগ সঃ প্রাঃ বিদ্যাঃ	সদস্য	০১৭১৮৩০১৮২৫
১২.	আশিষ কুমার	শিক্ষক	২১ নং বেপারিপাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ	সদস্য	০১৭২৪৮৭১৯৬৩
১৩.	অশোক কুমার সাহা	প্রিন্সিপাল	মর্গান গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ	সদস্য	০১৭১৫০৪৮৮১২
১৪.	মোঃ আশরাফুল ইসলাম	যুব প্রধান	রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য	০১৯২৬৯৬৬৪৭২
১৫.	আরিফুল হক	ষ্টেশন অফিসার	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য	০১৭১৫০১৭৬৭১
১৬.	মোঃ রাশিদ চৌধুরী	সাংবাদিক	প্রেসক্লাব	সদস্য	০১৯১২২৩৮২৪৭
১৭.	আলাউদ্দিন মিয়া	প্রতিবন্ধী	প্রতিবন্ধী	সদস্য	০১৭২০২৯৪৬৭০
১৮.	দেলোয়ার হোসেন	মুক্তিযোদ্ধা	মুক্তিযোদ্ধা	সদস্য	০১৭২৭৩৩৭৬৯১
১৯.	মাকসুদা আক্তার	গৃহিনী	নারী	সদস্য	০১৬৮২৪৮৮৪৬১
২০.	মোজাম্মেল হক	সমাজসেবা কর্মকর্তা	শহর সমাজসেবা অফিস	সদস্য	০১৭১৩০০৫৩৩১
২১.	মোঃ সাজ্জাদ হোসেন	এসআই (সিআইডি)	পুলিশ	সদস্য	০১৭৫৩৪৯৬০৬৩
২২.	নুসরাত জাহান মুনিয়া	স্বেচ্ছাসেবক	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	সদস্য	০১৬৩১৪০৮৮৫৭
২৩.	মেহেদী হাসান মিরাজ	ডেভেলপার	ডেভেলপার স্যোসাইটি	সদস্য	০১৯২৮৩৫০২৫৬
২৪.	ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহাঃ	ডাক্তার	জনকল্যাণ হোমিও ক্লিনিক	সদস্য	০১৯২২৫৯৮৬৮৪
২৫.	আহম্মেদ আলী	ব্যবসা	সিভিল সোস্যাইটি	সদস্য	০১৯৩৫১৯৬৮১০
২৬.	প্রদীপ কুমার	ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর	এন.জি.ও, ব্রাক	সদস্য	০১৭১২১৯৮০১৯
২৭.	কাজী এনামুল কবির	এ.পি.সি	এন.জি.ও, সি.পি.ডি	সদস্য	০১৭১২৩৫৪৯১৫
২৮.	মোঃ মনোয়ার হোসেন	সি এম	এন.জি.ও, মেরিষ্টপ	সদস্য	০১৭৩৭৩৬৫৩৬৭
২৯.	কার্তিক চন্দ্র দাস	ভিন্ন ধর্মীয় গোত্রের	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী	সদস্য	০১৯৫৬৬১৬৭২৩
৩০.	তৃপালী রানী	গৃহিনী	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী	সদস্য	০১৮২২২৫৩৩২০
৩১.	আব্দুল সাত্তার	বয়স্ক ব্যক্তি	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী	সদস্য	০১৯৮২৭৫০৪৬৬
৩২.	মোঃ বদরুজ্জামান পটু	কার্যকরী সদস্য	খেলাঘর, ক্রীড়া বিষয়ক প্রতিষ্ঠান	সদস্য	০১৯১১২৪১৬০৮
৩৩.	মোঃ তারিফ বাবু	সাধারন সম্পাদক	বাপা, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৯৭৭১১৭৩৪৯
৩৪.	মাসুদ রানা	সচিব	১৬, ১৭, ১৮নং ওয়ার্ড, নাসিক	যুগ্ম সচিব	০১৭১৮১৬৭৯১০
৩৫.	ইসহাক হোসেন বাপ্পী	সচিব	১৬নং ওয়ার্ড, নাসিক	সদস্য সচিব	০১৯৯০২৮০৩৮২

Najmul Alam

মোঃ নাজমুল আলম
কাউন্সিলর, ১৬নং ওয়ার্ড
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
নারায়ণগঞ্জ।

কার্যালয়ঃ নতুন ১৭/১(পুরাতন-৯), এল এন এ রোড, দেওভোগ আখড়ার মোড়, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল- ০১৭১২২০৭৬৯৬, ০১৯৯০২৮০৩৮২

সংযুক্তি-১১: ওয়ার্ড আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের তালিকা

ক্র.নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মেবাইল নম্বর
	১ম ব্যাচ			
১.	মোঃ রহমত উল্লাহ	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৬৫৮৮৬২০৫
২.	মোঃ জাকারিয়া মাহমুদ	মোঃ নুরুজ্জামান	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩৭৯৪৯৫৩৭
৩.	মোঃ মাসুদ হোসেন	মোঃ ইসমাইল বেপারী	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩৮৬৬৯৯২৭
৪.	মোঃ মাসুদ রানা	মৃত. মোঃ খোকা	বাবুরাইল , নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৫৮০৭৪৩৫
৫.	নয়ন চান	কালা চান	ডিআইটি, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১১০৪২৬৪২
৬.	রিয়াদ প্রধান	আমজাদ প্রধান		০১৯৮৩৮৪২৫৬০
৭.	মেহেদী হাসান	মোঃ মুকশেদ উদ্দিন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩৬২২৬৫৮৬
৮.	তানবীর আহমেদ	আনিছ আহমেদ	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪৩৪০৬৫৭২
৯.	তুহিদ আলম	সাইফুল ইসলাম	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২৭২৩৯৭৩৯
১০.	সুমন চান	সুনীল চান	ডিআইটি , নারায়ণগঞ্জ	০১৯২৩১৫১৭৯৯
১১.	মোঃ সজিব	আব্দুল মোতালেব	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৮৪৬২৬৬৩৬
১২.	মোঃ তুহিন	মোঃ মনির হোসেন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪২৯২৭৫৬৪
১৩.	আল সাবাবা মন্ডল	কালু মহিউদ্দিন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২৮২০৯৫৪৪
১৪.	শিহাব উদ্দিন আলিফ	মোঃ কবির উদ্দিন সরদার	১ নং বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬২১৭৭২৬২৪
১৫.	অনন্যা খানম লামিয়া	আবু বকর সিদ্দিক	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৩৪৫০৪১৯
১৬.	সুহানা আক্তার	মোঃ খোকন	ডিএলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৬৪৬৭৮৪৭২
১৭.	রাণী বেগম	ফজলুল	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	১৮০০০৮৩১৮৩
১৮.	ঝর্ণা মনি	জয়নাল আবেদীন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯৬৫২৪৩২৩
১৯.	মিথিলা আক্তার	মোঃ শাজাহান	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮৮০২৭৫০০
২০.	নিথর আক্তার রাব্বানা	মোঃ বিদ্যুৎ মিয়া	বাবুরাইল	০১৬২১৭৫৫২২৫
২১.	আবু সায়েম	মোঃ ফিরোজ আলম	বাবুরাইল	০১৬২৬৪৬৪৫৯৬
২২.	তানবীর ইসলাম	সাইফুল ইসলাম	ডিআইটি , নারায়ণগঞ্জ	০১৮৫৯৩৬২৩৭৮
২৩.	মোঃ ইয়াছিন মিয়া	মোঃ রোকন উদ্দিন	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪১৭২৭২৩৪
২৪.	রাকসা আক্তার সম্পা	মোঃ শাজাহান	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫২৭৪২১৭২
২৫.	মনিকা আক্তার	মোঃ জীবন খান	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৬৮১০২৪৩২
২৬.	অনিকা আক্তার মিসু	মোঃ আব্দুর রহিম	ডিএলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৫৮৫৭৩০৬
২৭.	লামিয়া আক্তার তান্নি	মোঃ হারুন অর রশিদ	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৩২৬৮১৫৪১
২৮.	নুসরাত জাহান সুনম	মোঃ সুমন খন্দকার	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৭৩১০৬৬৪০
২৯.	সুমিয়া আক্তার খাদিজা	মোঃ মান্নান	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২১৮৭৯০৫৬
৩০.	মুনিয়া আক্তার	মোঃ মান্নান	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩১৪০৮৮৫৭
৩১.	ফারজানা আক্তার	মোঃ সাত্তার	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩৬৪৩০০৫৭
৩২.	সাবাতানি আক্তার	মোঃ বাবুল হোসেন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬২৩৬৭১২৯৬
৩৩.	লিজা আক্তার মীম	মোঃ মনির হোসেন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯৪৯৩৫৪৭২
৩৪.	মনিকা আক্তার	মোঃ মনির হোসেন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪২৯২৭৫৬৪
৩৫.	ফাতেমা আক্তার রত্না	মৃত. আব্দুল কালাম	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮৪৭২২৫৭৭
৩৬.	লাবণ্য আক্তার	জাকির হোসেন	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১০৩২১২৭০
৩৭.	হোসনে আরা আক্তার শিউলী	মোঃ হোসেন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৬৮১০২৪৩২
৩৮.	মোঃ সুজন মোল্লা	আব্বাস মোল্লা	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯১৯১৬৭১৭

ক্র.নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মেবাইল নম্বর
৩৯.	মোঃ সাব্বির হোসেন	মোঃ সোহেল হোসেন	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩৫৯৭৮২০৭
৪০.	মোঃ বিপ্লব হোসেন	মোঃ শাহাদাত হোসেন	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২৩৮০২৮৭৮
৪১.	তুরাগ হোসেন	মোঃ মিলন	আঃ রউফ সড়ক, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১১৩৫৯২৩৪
৪২.	সঞ্জয় চান	সুনীল চান	জীমখানা রেলওয়ে, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫৪৯১০০২৩
৪৩.	আনাছ উদ্দিন আলামিন	মোঃ জিয়াউদ্দিন সরদার	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৪৬৫৮৫২০৬
৪৪.	সাজিদ আহমেদ	সুজন আহমেদ	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬২১০৯৫৫৫৯
৪৫.	ইমন চান	সুনীল চান	জীমখানা রেলওয়ে, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩৮৬৬৯৪৪৫
৪৬.	মোহাম্মদ সাদিবুর রহমান	মোঃ মোয়াম্মেল হোসেন	ডিপি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭০৯৪০২০৯
৪৭.	মোঃ শাকিল হোসেন	মোঃ আমজাদ হোসেন	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৩১৯৯৬৫৯৯
৪৮.	মোঃ সাইদুর রহমান	মোঃ জয়নাল আবেদীন	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১১০৪২৬৪১
৪৯.	মোঃ মাসুদ রানা	মোঃ লাল মিয়া	মোবারক সাহা রোড	০১৭১৮১৬৭৯১০
৫০.	মোঃ ইছহাক হোসেন	মোঃ আবুল কাশেম	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯০২৮০৩৮২
	২য় ব্যাচ			
৫১.	রুমা বেগম	মোঃ নূর নবী	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	
৫২.	মোঃ নাহিদ	নাজিম উদ্দিন	শেরে বাংলা রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮২৪২৬৫২৫
৫৩.	আনি	জুলহাস মিয়া	এলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩২২৮৯৪৬৩
৫৪.	সুমাইয়া স্নিগ্ধা	মোঃ জামাল উদ্দিন	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৬৩৪৪৯২৬১৫
৫৫.	অনিকা খানম	আবু বকর সিদ্দিক	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৯১৩৪৫০৪১৯
৫৬.	রাজিয়া সুলতানা	মোঃ আনোয়ার সিকদার	এলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৫৪৫৬২৬৩
৫৭.	খাদিজা আক্তার	আলীম উল্লাহ	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৫২৪৩৪২৩২
৫৮.	মরিয়ম ইসলাম	মোঃ জহিরুল ইসলাম	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৮৬০১৩২২২২
৫৯.	বৃষ্টি আক্তার বন্যা	শওকত কাজী	জোলার পাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৫০৯০৩২৫৫
৬০.	ফাতেমা আক্তার চম্পা	মোঃ চান শরীফ	এলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯৩৯৬৬৩১৮
৬১.	শারমিন আক্তার	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৬৭৬৬৫৬৫৩২
৬২.	লাইজু আক্তার	মোঃ মজিবুর রহমান খান	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৭৯৮৮৭৩৩৭৩
৬৩.	ইয়াসমিন আক্তার	মোঃ মজিবুর রহমান	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৮৮৬৫০১৪
৬৪.	দোলা আক্তার	মোঃ সবুর হোসেন	বিবিএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯৯২৯১৩৭২
৬৫.	খাদিজাতুল কোবরা	মোঃ মোতালেব হোসেন	ডিআইটি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫২৮১০৯৯৯
৬৬.	রত্না আক্তার	মোঃ বাবুল সর্দার	ডিআইটি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৭৪০৯৮৯৩২
৬৭.	মেহের আবজা মিশু	মোঃ মিজান	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৫২৪৩৪২৩২
৬৮.	নদী আক্তার ছোঁয়া	মোঃ মিন্টু	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬২৬৪২৭৯০৮
৬৯.	রুমানা আফরোজ	মোঃ আব্দুল মালেক	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭৫০৫৫৪২৭
৭০.	শান্ত মিয়া	সুজন মিয়া	জল্লারপাড়, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩৬৭২৫০৬৮
৭১.	আকাশ খান	জাকির খান	জল্লারপাড়, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯৯৯২৪৭৭৩
৭২.	ওয়ালিদ হোসেন	মোঃ আক্তার হোসেন	জল্লারপাড়, নারায়ণগঞ্জ	০১৮১৩০৭০৮০৫
৭৩.	মোঃ মিজানুর রহমান	মোঃ মোখলেছুর রহমান	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮২২৩১৯১৭
৭৪.	খাদিল বিন পল্লব	মোঃ কামরুজ্জামান	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮০৫২৫৭৮১
৭৫.	মোঃ জাবেদ মিয়া	আব্দুর রহিম	এলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪৪৭০৯৫৬১
৭৬.	তারেক ঘোষ	জিপু ঘোষ কালীপদ	দেওভোগ নর্থ রোড,নারায়নগঞ্জ	০১৬৭০৯৪১৫১২
৭৭.	মোহাম্মাদ আসিফ খান	সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান সাজু	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৪৩৮২৪৬৪৪
৭৮.	ইয়ামিন হোসেন ইমন	মোঃ মনির হোসেন	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৬৮২০৪২৪৬৩
৭৯.	এস,এম, শাকিল	মোঃ হযরত আলী	এলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭২৫৯৬২৬

ক্র.নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মেবাইল নম্বর
৮০.	মোঃ সমীর হোসেন খান	মোঃ আজম হোসেন খান	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৮১৭০৫৩৮৭৮
৮১.	গাজী মোঃ তামিম	মোঃ আবুল কালাম	রেলী বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৬৫৬৪৯০৮৫
৮২.	মোঃ মিরাজুল ইসলাম	মোঃ নুরুল ইসলাম	রেলওয়ে, ফুলপট্টি, নারায়ণগঞ্জ	০১৫১৭৮৩১১৪৫
৮৩.	মোঃ সামুদ্দোহা সাগর	মোঃ শহীদুল ইসলাম কালু	পুরাতন জীমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৬১৭৭৭০১৮১
৮৪.	মশিউর রহমান রাব্বী	গোলাম মাইনউদ্দিন মানিক	টান বাজার রেলওয়ে বাগান	০১৭৫৭০৩৩৫৭৫
৮৫.	শান্ত দাস	পঞ্চানন দাস	বাবুর্াইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৪২২৫০৩২২
৮৬.	জনি দাস	হারুন দাস	বাবুর্াইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৬২৪৫৯৪৪
৮৭.	আসলাম আহমেদ	জহির উদ্দিন আহমেদ	মোবারক শাহা রোড,নারায়ণগঞ্জ	০১৭৯৯০৯০০২৯
৮৮.	ইফতেখার জাহান	ইকবাল	দেওভোগ, পাক্কাপাড়া রোড	০১৭১৭১২৯০৩৪
৮৯.	মোঃ ইমরান	শামসুলহুদা	এমএস রোড, বেপারী পাড়া	০১৬৮৯৯৭২১৯২
৯০.	মোঃ আলামিন	মোঃ নাছির চৌকিদার	নারায়ণগঞ্জ	০১৭৬৪২০০৯৬০
৯১.	মোঃ মিজানুর রহমান প্রধান	মোঃ হাবিবুর রহমান প্রধান	এলএনএ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩৯০২৩২৮২
৯২.	কিশোয়ার দাস	পাপন দাস	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮৬৯৯৫১৩৩
৯৩.	বিন্দুদিনি	পরিমল	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৭৩২১০২৭
৯৪.	বিন্দা রাণী	পরিমল	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৭৩২১০২৭
৯৫.	মোঃ ইব্রাহিম সিদ্দিক	মোঃ আবু বকর	ডিআইটি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৮২৯৮৩৬০৬
৯৬.	আকাশ দাস	নিকুঞ্জ দাস	বাবুরাইল, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৩০১২৪৮৪৯
৯৭.	সাবরিনা নাজিয়া হক	এস.কে. শহীদুল হক	মোবারক শাহা রোড	০১৭১৫৩৯৯৮২৮
৯৮.	মোঃ হিজবুল্লাহ	মোঃ খলিলুর রহমান	ওয়েষ্ট তল্লা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯২৬১১১৫২
৯৯.	রবি দাস	যোগেশ চন্দ্র দাস	ঋষি পাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭২২৮২০৬১
১০০.	লামিয়া ইসলাম	মোঃ শাহাবুদ্দিন ইসলাম	দেওভোগ, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮৮৩৭৩১২৭

সংযুক্তি-১২: ইউআরএ সহায়ক দলের সদস্যদের মতামত:

সহায়কদের সার্বিক মতামত

আমাদের কমিউনিটি'র সর্বোপরি ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই চার দিন আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি আমাদের পরিশ্রমের সামান্যতম সুফল ভোগ করতে পারে এই এলাকার জনগণ। এ বিষয়ে কাজ না করলে বুঝতেই পারতাম না আমাদের ওয়ার্ডে এত সমস্যা/ঝুঁকি রয়েছে। অথচ আমরা একটু সচেতন হলেই এ সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, ১৬ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, ওয়ার্ডবাসী, ভলান্টিয়ারসহ সংশ্লিষ্ঠ সকলকে এবং কারিগরী সহযোগিতার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেনকে।

সহায়কদের নামের তালিকা:

ক্রম	সহায়কের নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	মোহাম্মদ নাজমুল আলম	কাউন্সিলর, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	
২.	মোঃ ইসহাক হোসেন (বাপ্পী)	ওয়ার্ড সচিব, ১৬ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	
৩.	মোঃ মাসুদ রানা (লাল)	ওয়ার্ড সচিব, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর (১৬, ১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ড), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	
৪.	মোঃ আলমগীর হায়দার	সিনিয়র প্রোগাম অফিসার, সেভ দ্য চিলড্রেন	
৫.	মোঃ ফজলুল হক	প্রকল্প সমন্বয়কারী, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৬.	কাজী এনামুল কবির	সহঃ প্রকল্প সমন্বয়কারী, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৭.	সাবরিনা নাজিয়া হক	মনিটরিং অফিসার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৮.	মোঃ শাকিল হোসেন	ফিল্ড অর্গানাইজার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৯.	সানজিদা খানম	ফিল্ড অর্গানাইজার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	

সংযুক্তি-১৩: ইউআরএ'র চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ ওয়ার্ড নং ১৬

- ছবি তুলতে বাধা দেওয়া।
- বস্তি ভাঙ্গায় কথা বলতে চায় না।
- নগরজীবনে ব্যস্ততা ও নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় মানুষ সহজে একজন আরেক জনের সাথে কথা বলতে/তথ্য দিতে চায় না।
- দুই দিন অত্যন্ত স্বল্প সময় হওয়ায় তথ্য সংগ্রহ অনেক কষ্টসাধ্য ছিল।
- সংশ্লিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কথা বলতে জনসাধারনের অনিচ্ছা।
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা।
- ওয়ার্ডের ঝুঁকি এবং সম্পদসমূহ সম্পর্কে মানুষের ধারণা কম।
- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহনে অনীহা।
- নগর ঝুঁকি নিরূপণে জনগোষ্ঠীর আস্থা ও আগ্রহ কম।
- পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিপদাপন্নতা নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য।

চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তোরণের উপায়

- তথ্য সংগ্রহের সময় বৃদ্ধি করা।
- সাপ্তাহিক/সরকারি ছুটির দিনে তথ্য সংগ্রহ করা।
- তথ্য সংগ্রহে সেবাপ্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি'র অংশগ্রহণ।
- তথ্য সংগ্রহকারীদের পরিচয়পত্র সরবরাহ করলে ভালো হত।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে কাজটি সহজেই করা সম্ভব হয়েছে।
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সক্রিয় অংশগ্রহণ কাজের উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়।
- দলবদ্ধভাবে ওয়ার্ড পরিভ্রমণ ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে আপদ অনুসারে ওয়ার্ডের বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়।